স্মরণিকা

দ্বিতীয় বর্ষ

২০১০

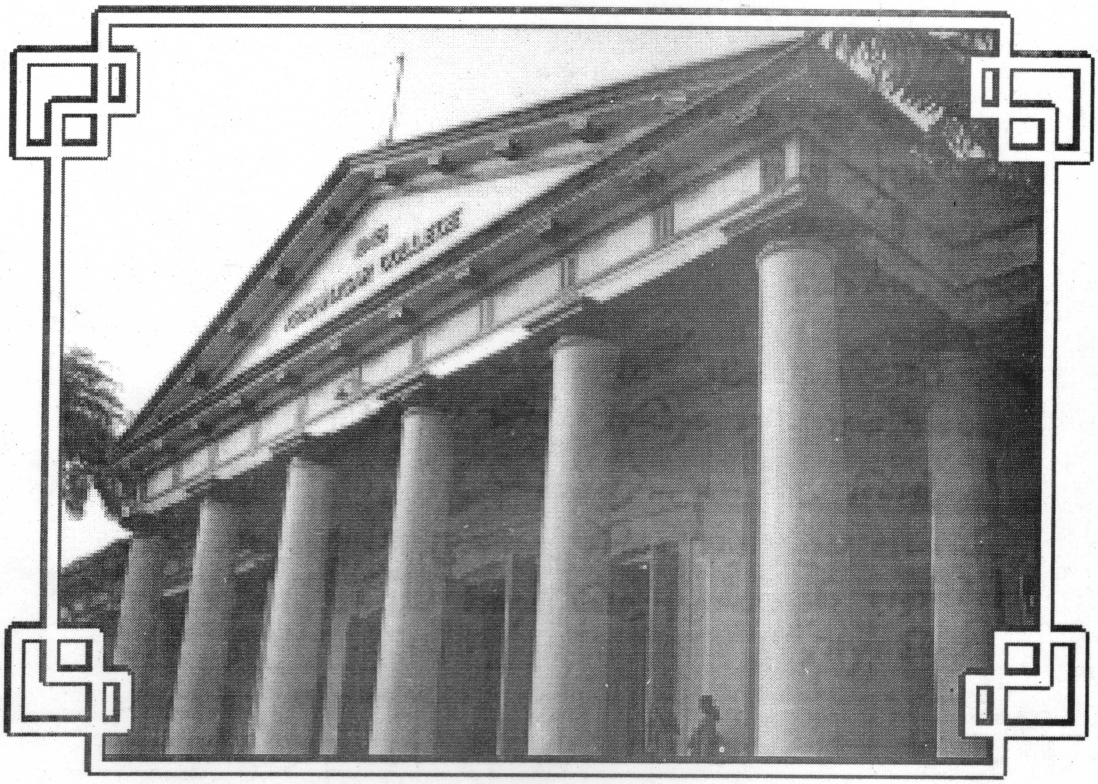

No nation can progress faster than its education system

কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজ এলাম্‌নি অ্যাসোসিয়েশন

কৃষ্ণনগর ❑ নদীয়া

কালীনগর কো-অপারেটিভ কলোনী এন্ড ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

(কম্পিউটার চালিত ও সরকার অনুমোদিত)

রেজি নং ঃ ২১-এন/৫৭

কালীনগর, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। দূরভাষ ঃ ২৫৭৭৩৪

সেভিংস ডিপোজিট, রেকারিং ডিপোজিট, ক্যাশ সার্টিফিকেট, মাসিক আয় প্রকল্প, স্বল্প মেয়াদী স্থায়ী আমানত ইত্যাদি বিভিন্ন স্কীমে টাকা জমা হয়। সম্পত্তি বন্দক, ৫৮ ধারা মতে কর্জ, CG লোন ও N.S.C., K.V.P. ও সমিতির ক্যাশ সার্টিফিকেটের উপর লোনের ব্যবস্থা আছে।

কো-অপা. পরিচালিত ঃ সেবায়ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার

নদীয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম মূল্যে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে এক্স-রে, আল্ট্রা সোনোগ্রাফি, ই.সি.জি., রক্ত, মল, মূত্র ও কফ পরীক্ষা করা হয় অভিজ্ঞ ডাক্তার ও টেকনিসিয়ান দ্বারা। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে আল্ট্রা সোনোগ্রাফি করা হয় এবং রোগী দেখা হয়।

খোলার সময় ঃ প্রতিদিন সকাল ৮-৩০টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত্য।

নমুনা মূল্য ঃ	USG (Whole Abdomen)	Rs. 400/- (with film)
	USG (Lower / Upper Abdomen)	Rs. 200/- (with film)
	USG (Pregnancy)	Rs. 250/- (with film)
	X-Ray (Per Plate)	Rs. 50/- (with film)
	E.C.G.	Rs. 40/-

প্রতি মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় গ্যাস্ট্রো-এন্ট্রোলজিষ্ট ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (এম.ডি.) রোগী দেখেন।

মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবার সকাল ৯-৩০ মিনিট থেকে জেনারেল বিভাগের চিকিৎসক রোগী দেখেন।

যোগাযোগ ঃ Ph. No. : 9474788072, 257734

নদীয়ার সেরা BOLERO XL অ্যাম্বুলেন্স কম টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়।

ফোন নং ঃ ৯৩৩২৩৯১৯০২ (ড্রাইভার), ৯৪৩৪১৯১২০৭

কো-অপা. পরিচালিত ঃ সংহতি লজ

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য অল্প টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়।

শিবনাথ চৌধুরী
(চেয়ারম্যান)

শ্রীবিপুলকৃষ্ণ সরকার
(সম্পাদক)

দ্বিতীয় প্রাক্তনী সম্মেলন
অনুষ্ঠান সূচী : ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১০ (রবিবার)

সকাল ১০টা	:	সদস্যপদ রেজিস্ট্রেশন ও পূনর্নবীকরণ এবং ডেলিগেট কুপন বিলি
১১টা	:	অধ্যক্ষ কর্তৃক পতাকা উত্তোলন
১১টা ৫মি	:	উদ্বোধনী সঙ্গীত : বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণ - সলিল ঘোষ ও অন্যান্য - সমবেত
১১টা ১০মি	:	মূখ্য পৃষ্ঠপোষক অধ্যক্ষের ভাষণ ও পুনর্মিলন উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন
১১টা ১৫মি	:	অ্যালাম্‌নির পক্ষ থেকে স্বাগত ভাষণ
১১টা ২০মি	:	সম্পাদকের প্রতিবেদন
১১টা ৩০মি	:	মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাবের খসড়া পেশ, আলোচনা ও অনুমোদন
১১টা ৪৫মি	:	বিশিষ্ট অতিথিদের ভাষণ
১২টা ১৫মি	:	অ্যালামনি সভাপতির ভাষণ
১২টা ৩০মি	:	মধ্যাহ্নভোজেনের বিরতি

দুপুর ১টা ৩০মি : প্রাক্তনীদের স্মৃতিচারণ পর্ব (এক ঘন্টা)

২টা ৩০মি : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসূচী : (পরিবর্তন সাপেক্ষে)

সমবেত সঙ্গীত	:	মঞ্জুলিকা সরকার ও অন্যান্য
গীতা পাঠ	:	সমীর হালদার
আবৃত্তি	:	বিমলেন্দু সিংহরায়
গান	:	সলিল ঘোষ
নাট্যাংশ স্বরাভিনয়	:	শাহজাহান নাটকের অংশবিশেষ — অম্বুজ মৌলিক ও অন্যান্য
গান	:	দীপক মৈত্র
আবৃত্তি	:	কানাইলাল বিশ্বাস
গান	:	তপোলব্ধা ভট্টাচার্য
শ্রুতি নাটক	:	নির্মল সান্যাল ও শিখা সান্যাল
গান	:	কমল সরকার
আবৃত্তি	:	আকাশ দত্ত
রঙ্গরস	:	স্বদেশ রায়
গান	:	চিন্ময় ভট্টাচার্য
গান	:	দীপঙ্কর দাস

বিকাল ৫টা (আনুমানিক) : সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন

কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজের প্রাক্তন সকল ছাত্র-ছাত্রীকে শুভেচ্ছা জানাই এবং কামনা করি প্রাক্তনী সংসদের উজ্জ্বল দীর্ঘায়ু —

শিক্ষক সংসদ ঃ ২০০৯-১০
কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজ

এই কলেজের সমস্ত প্রাক্তনীর মৃত্যুতে
গভীর ভাবে শোকাহত।

প্রত্যেক প্রাক্তনীর অমর
আত্মার শান্তি কামনা করছি।

Telephone No. : 2200-1641
Fax No. : 2200-2444

Secretary to the Governor,
West Bengal.
Raj Bhavan, Kolkata-700 062
e-mail – secy-gov-wb@nic.in

No. 280-G Dated : 30·1·10

Shri M. K. Narayanan, Governor of West Bengal is glad to learn that Krishnagar Government College Alumni Association is celebrating Annual Re-union of ex-students and ex-teachers of Krishnagar Government College on 14th February, 2010.

The Governor conveys his best wishes.

Chandan Sinha

Dr. Pijush K. Tarafder,
Secretary,
Krishnagar Govt. College Alumni Association,
Krishnagar,
Nadia.

SUDARSAN RAYCHAUDHURI
MINISTER-IN-CHARGE
HIGHER EDUCATION
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
BIKASH BHAWAN, BIDHANNAGAR
KOLKATA - 700 091

Office - 033 2334 6181
Residence - 033 2674 0744

সুদর্শন রায়চৌধুরী
মন্ত্রী
উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন, বিধাননগর
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

No. HEMS / 42 (MCR) / 2010
Dated, Kolkata, the .... 29 . 1 . 20 10

তারিখ.. ২০

MESSAGE

I am glad to know that Krishnanagar Government College Alumni Association is going to celebrate its Annual reunion of Ex-students and Ex-teachers on 14th February, 2010 and a souvenir will be published on this occasion.

I wish the programme a grand success and I convey my best wishes to all concerned.

(Sudarsan Raychaudhuri)

Dr. Pijush K. Tarafder
Secretary
Krishnanagar Government College
Alumni Association.

মেঘলাল সেখ
সভাধিপতি
নদীয়া জিলা পরিষদ
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

অফিসকক্ষ- ০৩৪৭২-২৫২৪৯৯
দপ্তর- ০৩৪৭২-২৫৬১০৬
ফ্যাক্স- ০৩৪৭২-২৫৩০৮৫
ই-মেল-sabhadhipati-ndi@ nic. in

Dated: 28-01-2010

Message

It gives me an immense pleasure to learn that Krishnagar Government College Alumni Association will be celebrating its Annual Re-Union on 14th February, 2010 in a befitting manner.

I am equally happy to learn that a Souvenir is also being published to mark the occasion.

On the occasion I convey my heartiest felicitations to the Organizing Committee and wish this programme a grand success.

27.01.10
Meghlal Sheikh
Sabhadhipapti

To:
The Secretary
Krishnagar Govt. College Alumni Association

SUBINAY GHOSH
Member,
West Bengal Legislative Assembly

Bowbazar East Lane
P.O. : Krishnagar, P.S. : Kotwali
Dist. : Nadia
Ph. : 250271
M. : 9434056337

Date 11.02.2010

শুভেচ্ছা - বার্তা

আগামী ইং ১৪/০২/২০১০ তারিখে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে উক্ত মহাবিদ্যালয়ের মহাপ্রাঙ্গণে দ্বিতীয় প্রাক্তনী-পুনর্মিলন উৎসব ২০১০ অনুষ্ঠিত হইতে চলিতেছে তাহা অবগত হইয়া আমি অত্যন্ত গর্ববোধ করিতেছি. এই মহতী পুনর্মিলন উৎসবের মাধ্যমে নবীন ও প্রবীনের পরস্পরের উষ্ণ-আলিঙ্গনে গড়িয়া উঠিবে এক সুদৃঢ় মেলবন্ধন।

প্রাক্তনী পরিষদের উদ্যোগে উক্ত উৎসবে একটি সুদৃশ্য "স্মারকগ্রন্থ" প্রকাশ করা হইবে জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

আমি এই শতবর্ষ অতিক্রান্ত ঐতিহ্যবাহী মহাবিদ্যালয়ের উক্ত মিলনমঞ্চ অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন॥.

শুভেচ্ছান্তে
11.02.2010

Subinay Ghosh
Member
W.B. Legislative Assembly

KRISHNAGAR GOVT. COLLEGE
P.O.-KRISHNAGAR, Dist.-NADIA,
Pin.-741 101

Code No. : 953472
Office : 252863
Resi : 252810

Memo No. .....

Date.....

FROM THE DESK OF THE PRINCIPAL

I feel extremely honoured to convey my sincere thanks to the members of the Alumni Association of the College for the sense of cohesion and camaraderie that they have shown and also for their sincere effort towards ensuring the physical and intellectual well being of the college. Without the enterprise and unrelenting support of the Alumni Association it would not have been possible for the college to achieve the present status.
I am confident that it is a great occasion which has brought all of us together today. This occasion offers an important opportunity for renewal in commitment, for gratitude, for reunion and reconciliation. We are glad to have you back amongst us.

Since its inception in1846, Krishnagar Government College has always had a vision to impart higher education to people of this part of the country and to ensure accountability to the society and create accountability at all levels. During its one-hundred-and-sixty-four years journey it has witnessed numerous chapters that have unfolded in the history of the nation, and of the world, and finally emerged as a major center of learning, imparting modern education of an indisputably high quality. With the concentrated effort of all the stakeholders, the college has touched a milestone in the immediate past. The college is the only institution in Nadia district, and the only college under Kalyani University which has earned recognition as an 'A' grade institution after assessment by NAAC (National Assessment and Accreditation Council), an autonomous body under the Ministry of Higher Education, Government of India.

Presently, the higher education in India is in a state of flux due to the increasing need of specialization, expanding access to higher education, impact of technology on education, and impact of globalization. Foreign and private investment in education is gradually changing the scenario in higher education. More and more engineering and technological institutions are coming up and meritorious students are constantly looking for opportunities to switch over to professional courses from the conventional degree courses. If this continues, that day is not very far off when there will be a dearth of good teachers and researchers this will affect the moral uplift of the society.

In this current scenario, it is a great challenge before us to maintain and further enhance the academic performance of the institution. So it is my earnest appeal to all the alumni of our prestigious institution to come forward with their suggestions for the improvement of the college. I do not know how far my appeal may touch your hearts but I strongly believe that, as on earlier occasions, all of you will come forward and exert you heartiest effort by joining hands with me. If you do this, we may one day definitely achieve the 'goal'.

I am confident that the past generations of academicians of our college and their brilliant performance will be a source of inspiration to the dynamic and enthusiastic present generation for the further enhancement of the glory of the college.

It makes me happy to learn that on this occasion you are going to publish a colourful souvenir which will mirror the glorious achievements and aspirations of our prestigious institution.

Finally, I convey my best wishes for the success of the 2nd Annual Reunion of the Alumni Association of our college and I am confident that the exchange of ideas generated by the reunion will permeate to the future and will act as a catalyst for the future progress of the college.

Nimai Chandra Saha

(Dr. Nimai Chandra Saha)
Principal
Krishnagar Govt. College

Dr. Pijush K. Tarafder
Secretary

KRISHNAGAR MUNICIPALITY
KRISHNAGAR - 741101

Asim Saha
Chairman

Resi : 224111 & 224926
Mobile : 9434055824
9933105764

STD : (03)03472
Office : 252926
Office (Account Sec.) : 258134
Chairman Resi : 224111
Water Works : 252985
Tourist Lodge : 252080
Chairman's Office Chamber & Fax No. } 252455

Memo No. ....

Date ...05..02..2010...........

Message

Sometimes it sparks at my heart of hearts if I would be a College student. Since it is impossible, but it is possible through a 'College reunion'. Really 'reunion' is but a bridge between past and present and it gives us a unique golden opportunity to retrospect the bygone sweet and sour memories.

Once again, the tie of love and last memory would be rehearsed on 14th February, 2010 Sunday, in the premises of 'Govt College' on, the occasion of '3rd Reunion Celebration'.

My heart would be always with them to enjoy it to the lees.

With jubilant thanks

Asim Saha

(Asim Saha) 05/02/10
Chairman
Krishnagar Municipality.

To,
Retd. Prof. Pijush Tarafder
Krishnagar Govt. College.

SEAL OF THE CHAIRMAN OF COUNCILLORS OF KRISHNAGAR ★
কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলারদের চেয়ারম্যানের মোহর

Dhirendra Nath Biswas
M. Sc. Ph. D. (Cal.)

6, Ram Kumar Mitra Lane,
P.O. Krishnagar, Dt. Nadia (W.B.)
Pin-741101
☎ (03472) 53466

সভাপতির নিবেদন

কালের প্রভাবে ঘটনাচক্রে ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সভার জন্ম হয়। সভার প্রস্তুতি কমিটির পরিচালনায় ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম প্রাক্তনীগণের পুণর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই বৎসর পূণরায় সেই উৎসব ১৪ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হ'তে চলেছে। এই অনুষ্ঠানে সকল প্রাক্তনীগণের সাগ্রহে যোগদান কামনা করি। তাঁদের সকলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত, সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক হ'য়ে উঠুক এবং প্রক্তনীসভার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দের মনে শক্তি, সাহস ও প্রেরণা দান করুক। সেই আশায়, অনুষ্ঠানে সকলকে সাদর অভিনন্দন জানাই।

— ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
০৯.০২.২০১০

Mobile : 9932510069

Scientific Laboratory Supply

Prop. Ashok Saha

Auth. Distributor

MERCK, TRANSASIA, CREST, SPAN, TULIP, SD, HUMAN, BEACON, KAMINENI, QUALIKEMS, HITECH (Syringes) & ERBA.

Deals in :

Chemicals Diagonistic Kits Glassware
Medicines & Instruments.

KRISHNAGAR
M1/1, J.N. Roy Bahadur Road, Nadia
Pin - 741102, West Bengal.
Phone : 03472-654619
Mobile : 9932836940
9832228232

KOLKATA
8A, PIYARI DAS LANE
Near Nopani School
Kolkata - 6 W.B.
Mobile : 9233352920
9933438915

On the occasion of RE-UNION of
KRISHNAGAR COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION

OUR BEST WISHES TO ALL

CONSUS CO. LTD.

Conducts Sustainable Service

for Pharmaceutical Marketing in Vietnam, Cambodia & Laos

Registered Office:
P-3, LANG HA ROAD, HANOI CITY, VIETNAM
TEL: +84 4 3856 3821 FAX: +84 4 3856 3841 E-MAIL:
consusvietnam@gmail.com

Liaison Office: 38 Nam Chau, Dist. Tan Binh, Ho Chi Minh City, VIETNAM
Tel/Fax: +84 8 3971 2885

Associate Company:
MEDAS INTERNATIONAL LTD.
48A, E0, Street #222, Khan Daun Penh, Phnom Penh 12211, CAMBODIA
Tel: +855 23 220795 Fax: +855 23 220794 E-mail: medas@every.com.kh

INDIA CONTACT:
MR. ASESH KUMAR DAS
TEL: +91 33 2582 7329 / 3296 8508 FAX: +91 33 2582 8216 E-MAIL: akudas@gmail.com

REPORT FROM THE SECRETARY

First of all I convey my heartfelt good wishes and thanks to all of you present on this mellow spring morning. This colossal room of Krishnagar Govt College, popularly known as the Hall, welcomes you at this Re-Union. Today we have gathered here not merely to express and exchange memories of older days with our alumni, we would also like to share the grief with the family members of the departed alumni during the last year. The name of Debkumar Roy is worth mentioning who has left us forever on. Being convener of the Souvenir Sub-Committee Sri Roy worked day and night to help publishing the Souvenir in time.
We deeply mourn the sad untimely demise of Debkumar Roy.

During the last one year the resident Indian students in Australia are being assassinated haphazardly. The distinguished members of the Alumni are seriously concerned about the unlawful, unruly activity of the local people against such foreign students. On behalf of the alumni, I appeal to the Government of Australia to take necessary measure for stopping such inhuman activity.
On 25th of May,2009 a devastating cyclone- Aila claimed thousands of lives, destroyed huge property and inundated the vast area of Sundarban and South Midnapore by sea water. The people of the affected areas are still struggling to combat the nature's revengeful activity. We also extend our sympathy to the affected people. In this manner the Nature is alarming us to maintain a good ecological balance so that this beautiful planet of the Solar Family can survive. The recently held Copenhagen summit emerges unanimously that the developed country, developing country and under developed country henceforth will jointly do the needful against atmospheric pollution. The scientists from different research laboratories reveal that huge accumulation of CO and CO_2 in the atmosphere is the main culprit for global warming. Moreover, if the temperature of this earth increases in this pattern, a large part of the earth will be submersed under sea water. A day will come when Bay of Bengal will grab our nature's queen Sundarban. We the alumni of Krishnagar Govt College are again concerned about the matter and we will extend our cooperation as and when required by the college administration for **introducing such courses that will help people conscious about the disastrous behavior of nature.**

Presidency College at Kolkata is one of the Govt colleges in West Bengal is going to be converted into a Unitary University having academic and administrative autonomy. **Krishnagar Govt College having its vast resources like land and building may again be transformed into a Unitary University and it is our prime aspiration that Krishnagar Govt College be declared a University** so that a large section of the students coming from remote villages of Nadia, Burdwan, Murshidabad and a part of Malda District get benefit for higher studies. We are constantly in touch with the Principal of Krishnagar Govt College regarding restoration of academic

excellence of this Alma Mater. In this issue we have urged upon the Principal to move the Government for introducing Master Degree Course in many more subjects. Teaching-learning coordination in Environmental Science in the undergraduate course at present is very casual. In reference to the present environmental scenario, introduction of Environmental Science as a subject in the undergraduate course seems relevant.

For smooth functioning of the Association, the Principal was requested to arrange a permanent sitting room in the college. But regret to say that nothing of the kind has yet been confirmed. However, the Principal has allowed us to use conference room of the college or Principal's residence for holding meetings. In this matter the Principal is requested to allot a separate room where the alumni can meet regularly and official records of the alumni can be preserved.

Ultimately, after repeated suggestion from Sri Ashes Das, a NRI alumnus, we have been able to open a website in the name of Krishnagar Govt College Alumni Association by the tireless effort by sri Khagendra Nath Dutta. This website will definitely help ex-students of this college residing in different corner of this world in making contact with the alumni. Our website is www.krishnagar college alumni.org / e-mail ;kgc alumni association@gmail.com.

During the last one year several meetings were held in relation to the development of the college. The principal of the college has been requested to construct a Foundation Day Pillar where the foundation day can be celebrated every year. The entire boundary wall of the college requires repairing. Moreover, unauthorised construction on the entire boundary wall and many such similar kind of problems hindering the proper environment for study have been brought to the notice of the Principal. In this connection our intervention in regard to alleged construction of multiple sports complex in main college play ground and our representation to the appropriate authority in protest may be a point to record here. Meanwhile we are happy to know that the construction work of the drainage system has been taken up and the playable condition of the ground will be revived very soon. Moreover, we are in touch with the Principal for encouraging the girl students of this college to start with Hockey playing. We have a person among us who loves sports & games more than his life and devotion in playing hockey in particular is unbelievable. Sri Tushar Chowdhury as we know him as khela pagal has expressed his utter sincerity to offer voluntary coaching in hockey for the girl students of this college. This year also we could not arrange to award the students of this college who passed the final University examination securing highest marks in different subjects. Hope we will be able to arrange it in the next year. We are yet to fulfil our aims&objectives enshrined in our constitution in the face of paucity of membership and fund. Even with our sincere effort we could not raise the membership to a substantial number. I appeal to all the members to take initiative in increasing the membership. We hereby place a draft resolution to be adopted in this house for consideration.

Once again I express my sincere gratitude towards all the fellow members for participating this reunion event to make it a grand success. Thanks are also due to all the members who helped to organize this reunion and publication of this souvenir.

Pijush Kumar Tarafder
Secretary
Krishnagar Govt. College Alumni Association

Dated 14th February,2010.

KRISHNAGAR GOVT. COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION

(Regn No. S/IL 51964) Dated 25.4.2009)

Krishnagar, Nadia, Ph. No. (03472) 252810 /252863.

www.krishnagarcollegealumni.org / E-mail : kgc.alumni.association@gmail.com

Names, address and description of the members of the Executive Committee 2010

	Name and address	**Description**
1.	Dr. Nemai Chandra Saha Principal,Krishnagar Govt college .	Patron
2.	Dr. D.N.Biswas	President
3.	Sri Kanailal Biswas	Vice President
4.	Brojendra Nath Dutta	Vice President
5.	Smt Bharati Das	Vice President
6.	Dr.Pijush Kumar Tarafder	Secretary
7.	Dr. Dipak Kumar Biswas	Asstt. Secy
8.	Sri Sibnath Chowdhuri	Asstt.Secy
9.	Sri Shyamaprasad Biswas	Asstt.Secy
10.	Khagendra Nath Dutta	Treasurer

Members:-

1)Sri Samir Kumar Halder, 2)SriDilip Guha 3)Sri Apurba Bag 4)Sri Dipankar Das, 6) Sri Ajit Nath Ganguly,7)Smt.Manjulika Sarkar, 8)Prof Sirajul Islam, 9) Sri Tapas Kumar Modak, 10) Prof. Sudipta Pramanik 11) Sri chandan Kanti Sanyal (9232467217) 12) Sri Asoke Kumar Bhaduri (03472-320814), 13) Sri Ananta Banerjee (94343228230), 14) Sri Swadesh Roy (9972377420), 15) Sri Sampad Narayan Dhar (9433350604 16) Archana Ghose Sarkar (03472 252474) 17) Sri Basudeb Saha (9832276558) 18) Sri Sachin Chakraborty (03325829556).

Sub Committies for organising Alumni Reunion 2010

Patron-in-Chief : Dr. N. C. Saha, Principal
President : Dr. D. N. Biswas
Secretary & Co-ordinator : Dr. P Tarafder

1. **Publicity and communication Sub-Committee :**
   Sampad Narayan Dhar (Convener), Shyamaprosad Biswas, Sibnath Chowdhury, Ananta Banerjee, Apurba Bag, Indranil Chatterjee, Prosanta Kr. Mukhopadhyay, Subimal Chandra.

2. **Reception Sub-Committee :**
   Tapas Kr. Modak, Dhirendra Nath Biswas, Ajitnath Ganguli, Chandan Kanti Sanyal, Asoke Bhaduri, Archana Ghosh (Sarkar), Dilip Gaha, Chinmoy Bhattacharya, Sirajul Islam, Brojendra Naryan Dutta, Basudev Saha, Nirmal Sanyal, Sudipta Pramanick, Pijush Tarafder, Manjulika Sarkar.

3. **Finance and Registration Sub-Committee :**
   Khagendra Kr. Dutta (Convn.) Kanailal Biswas, Ashes Das, Sachin Chakraborty, Dipak Biswas, Swadesh Roy, Apurba Bag, Bidyut Sengupta.

4. **Cultural and decoration Sub-Committee :**
   Brojendra N. Dutta and Dipankar Das (Jt. Con.), Salil Ghosh, Nirmal Sanyal, Ananta Banerjee, Manjulika Sarkar, Archana Ghosh (Sarkar), Dilip Guha, Manashi De, Mita De, Marjina Ghosh (Guha), Ambuj Moulick.

5. **Souvenir Sub-Committee :**
   Dr. Basudev Saha (Convener), Sibnath Chowdhury, Shyama Prasad Biswas, Ananta Banerjee, Dipak Biswas, Debdas Acharya.

6. **Refreshment Sub-committee :**
   Dr. Sudipta Pramanick & Smt. Bharati Das (Bagchi) (Jt. Convener), Samir Halder, Mita De, Pijush Tarafder.

।। স্মরণিকা কথা ।।

সাধারণত মিলোনৎসব গুলো হয় প্রাণোচ্ছল, শুভময় ও আনন্দময়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর পূনর্মিলনোৎসবও হয় আবেগ উচ্ছল, স্মৃতি মধুর, প্রাণময় এবং আনন্দোচ্ছল। কৃষ্ণনগর কলেজের নবপর্যায়ে ''প্রাক্তনী''দের দ্বিতীয় পুনর্মিলনোৎসবও সমিদ্ধ প্রাক্তনী-জীবন-ধারা তরঙ্গে হবে সমৃদ্ধ, হবে পরম মাধুর্যে পূর্ণ এক অনুপম ভাবময়তায় দীপ্ত একটি শুভ উৎসব।

এই ধরণের মধুর উৎসবের অঙ্গরূপেই প্রকাশ ঘটে ''স্মরণিকার''। সে তার আপনজনদের সৃজন-রসে পুষ্ট হয়ে, হয়ে ওঠে অতুলনীয়, জীবনস্মৃতি দীপ্ত রচনা সাহিত্য, অথবা জীবন-রস ঘন এক সুন্দর-সাহিত্য কর্ম।

এ সব কর্মেরআলোচনা চলে, চলেনা সমালোচনা — এ বিশ্বাস অনেকেরই, আমারও।

কৃষ্ণনগর কলেজ অবিভক্ত বাংলার অতি বিখ্যাত খুব অল্প সংখ্যক বিশিষ্ট কলেজের অন্যতম কলেজ। এই কলেজের ছাত্রবলেই আমাকে একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে শুনতে হয়েছিল - তুমি কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র। চেনো কৃষ্ণনগর কলেজ? দাও, তোমার কলমটা দাও, ওটা দিয়েই আজ রোলকল করবো।

সেদিন কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র বলে আমাকে বিশেষ স্নেহ বা নজর দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক। বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ নাথ বিশী মশায়। অভিনব ভাবে সেদিন কৃষ্ণনগর কলেজের যে প্রশংসা তিনি করেছিলেন তা যখনই মনে হয়, তখনই খুশিতে ভরে ওঠে মন। গর্ব অনুভব করি — কৃষ্ণনগর কলেজ আমার কলেজ - আমাদের কলেজ।

এই পুনর্মিলনোৎসবে মনে পড়েছে তাঁদের কথা, যাঁরা এই কলেজের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে কোনো সময়ে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু আজ আর আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন গতবারের 'স্মরণিকার' সম্পাদক আমাদের প্রিয় দেবকুমার রায়। মনে পড়েছে দেশের কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকা উজ্জ্বল জীবনময় ব্যক্তিত্ব সমূহকে, যাঁরা চলে গেছেন এই জগৎ ছেড়ে। তাঁদের সবাইকে স্মরণ করি শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়।

এই শুভ-উৎসব থেকে থেকে আসুন আমরা শপথ নিই — সাধ্যমতো সবাই স্বার্থত্যাগ করে যুক্তিশীল সামাজিক কল্যাণ-কর্মে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

এই ''স্মরণিকার'' জন্য পাওয়া বেশির ভাগ লেখাই প্রকাশ করা হয়েছে। অনিবার্য কারণে কয়েকটি লেখা ছাপা হয়নি। ত্রুটি মার্জনা করলে খুশি হবো।

স্মরণিকা-সম্পাদনার কাজ আমার নামে হলেও, বাস্তবে যথার্থভাবে তা করেছেন শ্রী শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস। ভালোমানুষ তিনি। ওঁর কাজও ভালো।

স্মরণিকার ও উপসিমিতিগুলির, আর পুনর্মিলনোৎসব কমিটির সবাইকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়ে এখনকার মতো থামালাম কলম।

— ড. বাসুদেব সাহা

কৃষ্ণনগরের গোড়ার কথা - গড়ে ওঠার কথা

নির্মল সান্যাল

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ, আনুমানিক ১৫৭৫ খ্রি: নাগাদ এক কিশোর বালক সঙ্গীদের সঙ্গে বল্লভপাড়া গ্রামের কাছে জলঙ্গী নদীতীরে খেলাধুলা করছিল। বালকের নাম দুর্গাদাস সমাদ্দার। তাঁর পিতা রামচন্দ্র সমাদ্দার ছিলেন বাগওয়ান পরগণার (বর্তমানে কুষ্ঠিয়া জেলা) জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের পালিত পুত্র।

দুর্গাদাস যখন নদীতীরে ক্রীড়ামগ্ন ছিলেন সেই সময়ে নদীপথে অনেক জলযান ও সৈন্যসহ এক মুসলমান রাজপুরুষ সেখানে উপস্থিত হন। সৈন্যসামন্ত দেখে সঙ্গীরা সকলে পালিয়ে গেলেও দুর্গাদাস সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই রাজপুরুষ দুর্গাদাসের কাছে হুগলী যাবার পথের হদিশ জানতে চাইলে দুর্গাদাস তাঁকে ওই নদীপথের বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করায় সেই রাজপুরুষ দুর্গাদাসের কথাবার্তা ও সাহসে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হুগলীতে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। পিতার অনুমতি নিয়ে কিশোর দুর্গাদাস সপ্তগ্রাম রওনা হলেন সেই শাসনকর্তার সঙ্গে। ফিরে গেল দুর্গাদাসের ভাগ্য। হুগলীতে থেকে কিছুকালের মধ্যে তিনি পারসী ভাষা ও রাজ্যশাসন সংক্রান্ত নানা ব্যাপারে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। তখন ওই শাসনকর্তা তাঁকে সুপারিশপত্র দিয়ে জাহাঙ্গীরনগরে (বর্তমান ঢাকা) নবাবের কাছে পাঠান। নবাব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও তাঁর বংশ ও বিদ্যার পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁকে কানুনগুই পদে নিযুক্ত করেন এবং দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে আদেশনামা এবং মজুমদার উপাধি জানিয়ে দেন। দুর্গাদাস সেই থেকে ভবানন্দ মজুমদার নামে পরিচিত ও খ্যাত হলেন। কালক্রমে তিনিই হয়ে ওঠেন নদীয়া রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং মাটিয়ারীতে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন।

ভবানন্দ ১৬০৬ খ্রি: দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীর প্রদত্ত সনদ অনুসারে চৌদ্দটি পরগণার শাসনভার লাভ করেন। পরে ১৬১৩ খ্রি: আরও কয়েকটি পরগণা তাঁর অধীনে আসে ভবানন্দের পুত্র গোপাল ভবানন্দের পরে জমিদারি লাভ করেন। তিনিও সম্রাটের কাছ থেকে শান্তিপুর, ভালুকা প্রভৃতি পরগণার শাসনভার লাভ করেন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট ছিলেন শাহ্‌জাহান।

গোপালের পর জমিদারী লাভ করেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব রায়। তাঁর প্রজানুরঞ্জন শাসনব্যবস্থায় এবং কর্মদক্ষতা ও ধার্মিক মনোভাবে সন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট শাহ্‌জাহান আরও কিছু পরগণার শাসনভার তাঁর অনুকূলে প্রদান করেন। রাঘব নিজেও কিছু জমিদারী কিনে নিয়ে এক বিরাট জমিদারীর পত্তন করেন। এরপর তিনি মাটিয়ারী ত্যাগ করে তাঁর রাজ্যের প্রায় মধ্যবর্তী জলঙ্গী ও অঞ্জনা নদীতীরে রেউই বা রেবতী গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তখন এই গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র এক গ্রাম ছিল, মূলত গোপজাতির মানুষজনের বাসস্থল। এইখানেই তিনি নতুন করে প্রাসাদ নির্মান করে বসবাস শুরু করেন। ১৬৪৮ খ্রি: এই রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করা হয় বলে অনুমান। গ্রামের চারিদিকে তিনি পরিখা দিয়ে বেষ্টন করেন।

এরপর ধীরে ধীরে রেউইকে রাজধানীর উপযুক্ত নগরে পরিণত করতে যত্নবান হন রাঘব। রাজপ্রাসাদকে ঘিরে ধীরে ধীরে নগর গড়ে উঠতে থাকে। নতুন নগরের অধিবাসীদের সকলেই কর্মসূত্রে অথবা আত্মীয়তাসূত্রে রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এ ছাড়াও রাজা রাঘব বাংলার নানাস্থান থেকে জ্ঞানীগুণী, পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাদরে আমন্ত্রণ করে এনে জমিদান করে তাঁদের বসতি স্থাপন করান। ধীরে ধীরে সেই অবজ্ঞাত গ্রাম রেউই রাজ্যের রাজধানী, আজকের কৃষ্ণনগর হয়ে উঠল।

এই বসতিস্থাপনের বিন্যাস এখনও রাজবাড়ি সংলগ্ন মহল্লা বা পাড়াগুলির নামের মধ্যে কিছুটা পরিস্ফুট। রাঘব রায়ের পরে রাজা হলেন রুদ্র রায়। তিনি রাজা হয়ে ঢাকাস্থ (জাহাঙ্গীরনগর) নবাবের মাধ্যমে দিল্লীশ্বর সম্রাট আলমগীর তথা ঔরঙ্গ

জেবের কাছ থেকে অনুমোদন বা ফরমান লাভ করে রাজত্ব শুরু করেন। রুদ্র রায়ও পিতার মতই প্রজারঞ্জক, সুশাসক, বুদ্ধিমান ও ধার্মিক ছিলেন, তাই সম্রাটের অত্যন্ত প্রীতিভাজন ছিলেন। ১৬৭৬ খ্রী: রুদ্ররায় এই ফরমানের অধিকারী হন। দিল্লীশ্বর তাঁকে মহারাজা উপাধি সহ অনেকগুলি নূতন পরগণার দায়িত্বভার দেন এবং সম্রাটের অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তি হিসাবে প্রাসাদের শীর্ষে কাঙ্গুরের নির্মাণের অনুমতি দেন। তখনকার দিনে সম্রাট বা শাসনকর্তার বিশেষ অনুমতি ছাড়া স্থাপত্যভূষণ এই কাঙ্গুরো নির্মাণের অধিকার ছিল না কারও। ভবনের শীর্ষ প্রাচীরের ওপর ইসকাপনের আকারে এই রঙীন ও শিল্পমণ্ডিত স্থাপত্যশৈলী বাদশাহ প্রদত্ত সম্মানের নিদর্শন ছিল।

সম্রাট প্রদত্ত এই সম্মানলাভের এবং সম্রাট কর্তৃক মহারাজা উপাধি লাভের পর জাহাঙ্গীর নগরের সুবাদাবের সঙ্গে আগের মনোমালিক্য নিরসনের জন্য জাহাঙ্গীরনগরে গিয়ে সুবাদারের দর্শন কামনা করেন এবং উভয়ের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হয়।

সেখান থেকে ফিরবার সময় রুদ্র রায় আলাল বখ্‌স্ নামে একজন কুশলী বাস্তুকার কারুবিদকে নিজের রাজধানীতে নিয়ে আসেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে নিজ প্রাসাদের সংলগ্ন কাছারী, পূজাদালান, নহবতখানা, চক, নাচঘর, হাতিশালা ইত্যাদি নির্মাণ করেন। তার কিছু নিদর্শন আজও বিদ্যমান। এই সব নির্মানকাজ সমাধা হবার পর আলালবখ্‌শ্ এখানেই থেকে অবসরজীবন যাপন করেন, ক্রমে তিনি ধর্মচর্চা ও ঈশ্বরসেবায় নিয়োজিত করেন নিজেকে এবং কালক্রমে পীর বলে পরিগণিত হন। মৃত্যুর পরে রাজবাড়ির সীমানার ঠিক বাইরে দক্ষিণদিকের পূর্বসীমায় তাকে সমাহিত করা হয়। সেই সমাধি এখন পীরতলা নামে পরিচিত।

রুদ্ররায় তাঁর রাজধানীর সাবেক প্রজা গোপ-সমাজের পূজিত দেবতা শ্রীকৃষ্ণের নামে রাজধানীর নতুন নামকরণ করলেন কৃষ্ণনগর। রেউই বিলুপ্ত হল। রাজধানীর জনসংখ্যা, নিরাপত্তা, সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য মহারাজ জনবসতির বিন্যাস শুরু করেন।

রাজপ্রাসাদের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে রাজকর্মচারীদের বাসস্থান ছিল সেই সময়ে। উত্তর দিকে নানা বৃত্তিভোগী সম্প্রদায়ের বাস নির্দিষ্ট হয় পরবর্তীকালে ; ওই সব মহল্লা বা পাড়ার নামগুলি যথা, তাঁতীপাড়া, কাঁসারীপাড়া, সাপুরিয়াপাড়া প্রভৃতি সেই কথা এখনও স্মরণ করায়। তেমনি উত্তর দিকের মালিপাড়া, নুড়িপাড়া, বাগ্দীপাড়া, চুনারীপাড়ার নাম এখনও বর্তমান। এসব নামের মধ্যে খোট্টাপাড়া, ফিরীঙ্গি লেন অবশ্য অন্য ইংগিত বহন করে।

রাজধানী নগরের মর্য্যাদা ও সুনাম বৃদ্ধির জন্য বিভিন্নস্থান থেকে যে সমস্ত কুলীন ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও বিদ্বান মানুষজনকে আমন্ত্রণ করে এনে রাজারা সম্মানবসতি দিয়েছিলেন তাঁদের অবস্থান ছিল বেশীরভাগই রাজবাড়ির দক্ষিণ দিকে চৌধুরীপাড়া, মাঝের পাড়া এলাকায়। চৌধুরীপাড়াকে এখনও গোয়াড়ির প্রাচীন মানুষেরা অনেকে পুরোন কৃষ্ণনগর নামে ডাকেন।

গোয়াড়ি তখন ছিল আলাদা বসতি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু কিছু জনগোষ্ঠীর বাস। জলঙ্গী নদীপথে তখন যাতায়াত ও ব্যবসাবাণিজ্য চলত। রুদ্ররায় প্রজা স্বার্থে অনেক ভালো কাজ যেমন - দিঘি, সরোবর। খনন, পথ নির্মাণ মন্দিরস্থাপন করলেও নিজের স্বার্থে তিনি রাজবাড়ির খিড়কি দিয়ে প্রবাহিত অঞ্জনা নদীর গতিপথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন রাজবাড়ির নিরাপত্তা ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য। অঞ্জনার গতি তখনই স্থানে স্থানে রুদ্ধ হয়ে গেলেও বর্ষাকালে তা নাব্য ছিল। কিন্তু এরপর জলঙ্গীর পাড় থেকে স্থলপথে জিনিষপত্র নিয়ে মানুষজনকে রাজবাড়ি ও সন্নিহিত এলাকায় যেতে হত। ফলে গোয়াড়ির কিছু কিছু অঞ্চলও উন্নত হয়ে উঠতে লাগল।

রুদ্ররায়ের পর সিংহাসন নিয়ে বেশ কিছুদিন তাঁর তিন পুত্র রামচন্দ্র, রামজীবন ও রামকৃষ্ণের মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব, বিরোধ, যুদ্ধ প্রভৃতি চলবার পর তিনজনই কিছুদিন করে রাজপাট দখল করেন এবং দুইভাইয়ের মৃত্যুর পর রামজীবন সিংহাসনে স্থায়ীভাবে বসেন। তাঁর পর রাজা হলেন রঘুরাম ১৭১৫ খ্রী:। এই সব রাজাদের আমলে বিদ্যার্থে দান, জনহিতকর কাজের নানা কাহিনী শোনা গেলেও রাজধানী কৃষ্ণনগর সম্পর্কে খুব অল্প তথ্যই জানা যায়। রঘুরামের মৃত্যুর পর মহারাজা হলেন নদীয়া রাজকুল তিলক কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁর আমলে (১৭২৮-৮০) কৃষ্ণনগর শহর তৎকালীন বাঙলার সাংস্কৃতিক রাজধানী বলে পরিগণিত হয় এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রর সময়ে জ্ঞানে, গরিমায়, ধনে সম্পদে কৃষ্ণনগর ছিল অপ্রতিহত। কৃষ্ণনগরের রায়পাড়ার পত্তন হয় কৃষ্ণচন্দ্রের অগ্রজার বিবাহসূত্রে। রঘুরায় নিজকন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে জামাতা উলোর অনন্তরায় মুখোপাধ্যায়কে জমি বাড়ি দিয়ে বসবাস করান। সেই বাড়ির নাম হয় কর্তাবাড়ি। চারসড়কের কৃষ্ণনগরের নূতন সড়কটি

(চকের পাড়া) তাঁর সময়েই নবনির্মিত হয় বলে মনে করা হয়। তাঁর সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে যেখানে আবাস দেওয়া হয়েছিল সেই হাটখোলায় কবির বসবাসহেতু এখন কমলেকামিনীতলা বলা হয়।

কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে জগদ্ধাত্রীপূজার প্রচলন হয়। রাজানুগ্রহে পূজার যেমন প্রসার ঘটল তেমনি দেবদেবীর প্রতিমা নির্মাণ শিল্প ও মৃৎশিল্পে কৃষ্ণনগরের জয়যাত্রার সূচনা হল।

কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও গোয়াড়ি এবং কৃষ্ণনগর কিন্তু এক হয়ে যায়নি। গোয়াড়িতে তখনও স্থানে স্থানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাস ছিল। মহল্লার নামগুলি আজও সেই পরিচয় বহন করে যেমন, মালোপাড়া, ছুতারপাড়া, ধোপাপাড়া, কলুপাড়া প্রভৃতি।

গোয়াড়ি অঞ্চল কৃষ্ণনগর নামে পরিচত হতে শুরু করল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রর রাজত্বের মধ্যকাল থেকে যখন ১৭৬৫ খ্রী: ইংরাজ কোম্পানী পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানীলাভ করল দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে। তার আগেই নবাব মীরজাফর যুদ্ধের শর্ত অনুযায়ী ইংরাজদের হাতে কিছু পরগণার শাসনভার তুলে দিয়েছিলেন যার সিংহভাগই ছিল নদীয়ারাজের অন্তর্গত। কৃষ্ণচন্দ্রের পরথেকেই নদীয়া রাজবংশের গৌরবরবি ধীরে ধীরে মলিন হতে শুরু করে।

১৭৮৬ খ্রি: ইংরাজ শাসকরা রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিশের নেতৃত্বে দশসালা পরিকল্পনা চালু করে, পরে ১৭৯৩ খ্রি: যা পরিণত হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো। ইতিমধ্যে ১৭৮৭ সালে ইংরাজেরা পরগণার পরিবর্তে জেলাভিত্তিক প্রশাসন পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে এবং প্রথম জেলা গঠিত হল নদীয়া যার সদর হল কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগরে বহাল হলেন প্রথম ইংরেজ জেলা কালেকটর।

কৃষ্ণনগরের নতুন করে গড়ে ওঠা শুরু হল।

তথ্যসূত্র : ১। ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত - দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়।
২। নদীয়া কাহিনী - কুমুদনাথ মল্লিক।
৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ - শিবনাথ শাস্ত্রী।

অন্য কোলাজ

গীতা বিশ্বাস

আমার হৃদয় মধ্যে সবুজ প্রান্তর, কলেজ সংলগ্ন মাঠ, অখণ্ড সুন্দর। কাঁঠালী চাঁপার ঝোপ, হলুদ রঙ্গণ, নভমুখী কৃষ্ণচূড়া শুদ্ধ ভারতীয়। তুষার, খুরুশ, আর ঝাউ, দেবদারী। সর্বোপরি সম্ভ্রম জাগানো সেই শিরীষ সম্রাট। এতটুকু অংশ তার যায়নি হারিয়ে কাউকে দিইনি আমি কণা মাত্র তার। কোনো স্থানাভাব নেই আমার ভেতরে। তুমি আছো, তুমি বন্ধু, এখনো তেমনি, স্কন্ধ পরে হাত, তোমরা সকলে আছো। হাসির অদৃশ্য ঢেউ এখনো দোতলায়। বিতর্ক উত্তপ্ত ক্ষণ, রক্তিম গম্ভীর, চাপা গর্জনের ঝাঁঝ, গ্রন্থি বুঝি এই ছেঁড়ে, অথচ অটুট।

চেনা ছক ব্যাপ্ত হয়, যতদিন যায়। জীবন নিয়ম মানে তাই প্রসারণ। কতকিছু জুটে যায়, নিজেও জোটাই। এভাবেই বেড়ে যায় সংগ্রহের সীমা। এই সব নিখুঁত নিয়ম, আশ্চর্য জীবন বিধি। বাধ্য শিক্ষার্থীর মত সব বুঝে যাই, সব কিছু মানি। কখনো শেকল লাগে বাঁধা ধরা পথ, কখনো স্বাধীন চিত্ত ব্রহ্মাণ্ডে উধাও, এ দুয়ের মাঝা মাঝি আপোষের চাল .... রপ্ত হ'তে ব্যয় হল প্রচুর সময়, হয়ত বা ছড়ে গেছে কখনো হৃদয়। তবু জেনো, এই আমি এখনো বিস্তৃত তোমাকে, তোমাদের সবাইকে নিয়ে। কোনো স্থানাভাবে নেই। কোনজিন যদি আস, যদি আস কোনোদিন, দেখবে রক্ষিত আছে নিজস্ব আসন। শুধু চিনে নিও।

Forwardine notes to the editor, Souvenir Publication Sub-Committee, 2010

A xerox copy of a letter sent to the undersigned by the reciver of the letter and an illustrius alumnus of the college for publication in the forth coming issue of the Souvenir, 2010 is herewith forwarded to the editor of the Souvenir, 2010 as the said letter contains important information regarding the purpose of acquisiticn of a plot of land with a historically important building thereon.

The publication of the said letter would highlight the necessity of the requisition of the said assets by the Then Principal to the alumni of the college and others aswell the said assets of the college has become much more important now in the context of upgradation of the college to the unitary University as the concerned plot of lend of about six bighasare is very much adjacent to the college and was requsitioned for the promotion of academic interest of the college after independence.

Dhirendra Nath Biswas
President
Alumni Association
Krishnagar Govt. College

Dated - 09-01-2010

প্রিয়

তুষু

তোর Telephone এর কথামত তোকাদাদের সঙ্গে দেখা করে হৈমন্তীর ইতিহাস যতটা সংগ্রহ করতে পারলাম তোকে জানাচ্ছি। দেরি হয়ে গেল জানাতে সেজন্য মাপ চেয়ে নিচ্ছি।

'হৈমন্তী' শ্রী রবীন্দ্র কুমার মিত্র কেনার আগে 'খান' বাবু বলে যাঁদের ছিল তাঁদের কোন খবর জোগাড় করতে পারিনি, তবে এটুকু জানলাম যে ওই বাড়িটা খান বাবুরা কৃষ্ণনগরে তখন কয়েকটা Bank ছিল যেগুলো পরে একত্রে United, Bank of India তে মিলিয়ে যায়। তারই একটা Bank এ বাড়িটা বন্ধক রেখে খান বাবুরা টাকা নিয়ে ছিলেন, Bank থেকে বন্ধক রেখে টাকা নিয়েছিলেন সেটা উঠে যাবার অবস্থা হওয়ায় খান বাবুরা খুব তাড়াতাড়ি বাড়িটা বিক্রি করে Bank এর টাকা শোধ করে দেন। তখন কৃষ্ণনগরে ওই বাড়ি কেনার মত কোন পরিবার ছিল না। শ্রী অচিন্ত কুমার মিত্র কৃষ্ণনগর Court এ Pleader ছিলেন। উনিই খবরটা পান যে খান বাবুরা হৈমন্তী বিক্রি করে দেবে। সেই খবর পেয়ে শ্রীরবীন্দ্র কুমার মিত্র আই. সি. এস West Bengal Govt. এর Secretary Level এ চাকরি করেন। উনি বাড়িটা কিনতে রাজি হন এবং ওনার পদাধিকার বলে ওই বাড়ি Govt. কে ভাড়া দেন। শেষে Govt. ওই বাড়ী Requisition করে নেয়। তাতে শ্রী মিত্রের কোন আপত্তি ছিল না। কারণ ওই বাড়ি ঠিক রাখা বড়ই কঠিন। বাড়ীটা কেনা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। কোঠা ৩০০০ থেকে ৩৫০০ Square ft. এর বাড়ি ছাড়া Total দামি ছিল ৬ (ছয় বিঘা) বিঘা আম লিচু কাঁঠাল নানা বাগানে বাড়িটা পুরো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল।

ঠিক দেশ ভাগের পর পরে বই ঘটনা। নদিয়া District এর ভাল তিনটে মহকুমা বাংলা দেশের মধ্যে পড়ে যাওয়ায় বহু মানুষ বাংলা দেশ ছেড়ে কৃষ্ণনগরে চলে আসে। College বলতে তখন District ওই একটাই Krishnagar College, শ্রী রবীন্দ্র কুমার মিত্র ওই College থেকে Graduate হয়ে বিলাত থেকে আই. সি. এস হয়ে ফিরে তখন Govt. of West Bengal এর বেশ উঁচু পদে চাকরী করতেন। Krishnagar College এর Development হোক এটা ওনারও খুব ইচ্ছা ছিল। সেই সময় College এর যে Hostel ছিল সেটা দেশভাগের ফলে সব ছাত্রদের স্থান দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই, College Principal এর Recommendation এ Govt. ওই হৈমন্তী College Hostel করতে সম্মত হয়। এই Recommendation করার ব্যাপারে শ্রী মিত্র Principal কে অনুরোধ করে ছিলেন। এই সব খবর আজ সঠিক বলার মতন আর কেউ বেঁচে নেই। ফলে আমার লেখা থেকে যেটুকু দরকার মনে করিস তাই দিয়ে তুই একটা লেখা তৈরি করে দিস।

বাড়িটা শ্রী মিত্র কিনেছিলেন ১৯৪৮ সালে সম্ভবত ১৮০০০ থেকে ২০ হাজারের মধ্যে। Govt. requisition করে ১৯৫৫/৫৬ সালে দাম ঠিক করে ৭০,০০০ থেকে ৮০,০০০ টাকার মতন। পরে শ্রীনন্দ ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত Pleader কে শ্রীমিত্র অনুরোধ করে Govt. এর কাছে Appeal করায় যে Valuation খুব কম হয়েছে বলে। শ্রীনন্দ ভট্টাচার্য্য বাবুর সহায়তায় শ্রীমিত্র Case জেতেন এবং আরও ৭০,০০০ থেকে ৭৫,০০০ টাকা Govt. -এর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ১৯৬০/৬২ সালের এই Case শেষ হয়।

হৈমন্তী সম্বন্ধে আমার যতটা ক্ষমতা জানালাম। তুই এটাকে ঠিক করে যা করার সেই দায়িত্ব তোকে দিলাম। আজআর কিছু লিখতে মন চায়না শরীরটাওতো সেই সঙ্গে নানা বাধার সৃষ্টি করে। ভাল থাকিস। চিঠিটা পেলে একটা PC বা Telephone -এ জানাস।

— ইতি গণেশ

On our request, Indranath (Ganesh) Sarbadhikary has sent us necessary information on the requisition of Late R. K. Mitra's assets (Haimanti Building and its compound) by the Government of West Bengal for setting up of "Boys Hostel after the name of the Owner as --- "Haimanti Hindu Hostel of Krishnagar College.

Though the letter has been addressed to me --- is a personal one, I intend to forward it to the President of Krishnagar Government College Alumni Association for its publication as it contains some relevant facts concerning the setting up of the said Hostel and acquisition of the said Building and Land for the interest of the college.

The writer of the letter (Indranath is one of the nephews (ভাগ্নে) of Late Rabindra Nath Mitra, I.C.S. the son of Late Hemanta Kumar Mitra and younger brother Olympian Soccer player and also an Ex-student of Krishnagar Government College.

Hope, the Publication of the letter. Will serve the greater interest of the college.

Tushar Kumar Chouwdhury
30.12.2009
An Alumnus of
Krishnagar Government College

শিক্ষাগুরু

অম্বুজ মৌলিক

আজও মনে পড়ে অন্ততপক্ষে দুজন শিক্ষাগুরুর কথা যাদের কথা গত ৭০/৭১ বছরেও ভুলতে পারিনি।

প্রথম জন ছিলেন আমার নবম ও দশম শ্রেণী পড়বার সময়ে (তখন ছিল ম্যাট্রিকুলেশন)। উত্তর চব্বিশ পরগণার দত্তপুকুর স্টেশনের নিকট নিবাধুই হাইস্কুলে আমি ঐ দুই ক্লাসে পড়ি। হেড মাস্টার ছিলেন গণেশচন্দ্র দত্ত (ট্রিপ্‌ল এম. এ., বি.এল., বি.টি)। বয়স তখন ওর ৫০/৫২ - নিঃসন্তান সংসারে স্ত্রী ব্যতীত আর কেউ ছিলেননা। ১৯৪০ সনে ম্যাট্রিকের জন্য টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলো। প্রথম নামটি ছিল আমার তারপরে ভানু, ঋষিকেশ, আফসার ইত্যাদি (সম্ভবত) ২৭ জন।

আমাদের ১,২,৩,৪,৫ ও ৬ নম্বরকে উনি ওঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন —। ওঁর চেহারা ছিল খুব বেঁটে। বেশ-মোটা থলথলে আর গলার আওয়াজ ভীষণ মোটাও গুরুগম্ভীর। ঐ স্বরে হেড স্যার আমাদের নির্দ্দেশ দিলেন— "তোরা তো তিন মাস ফাঁকি দিয়ে কাটাবি। স্কুলের নামও ডুববে- এক কাজ কর তোরা ছ'জন (উপায় বাড়ীতে জায়গা থাকলে সম্ভবতঃ উনি ২৭ জনকেই ডাকতেন কিন্তু স্থানাভাবেই হয়তো পারেননি) রোজ বেলা ৩টার সময় আমার বাড়ীতে আসবি — আমি তোদের একটু দেখিয়ে টেকিয়ে দেবো।"

আমরা তিনটায় যেতাম, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত (আলোর অভাবে - ইলেকট্রিসিটি ছিলনা) যতক্ষণ অন্ধকার না হয় স্যার প্রতিটি Subject আমাদের বোঝাতেন, প্রশ্নোত্তর করাতেন কোনদিন ক্লান্তি দেখিনি। কোন কোনদিন মুড়ি, চিঁড়ে ভাজা বা নারকেল নাড়ু এসব আমাদের দেওয়া হ'তো।

একদিন আফসার একটা লাউ এনেছিল স্যারের জন্য। উনি ওকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ওটা এনেছিস কেন? আফসার তোঁতলাতে তোঁতলাতে বললো "মা আপনার জন্য পাঠিয়েছেন - আমাদের বাড়ীতে অনেক লাউ হয়েছ।"স্যার ধমকে বললেন "আমাকে ঘুষ দিবি? যা, তোকে আর পড়াব না।"

আজকের দিন একথা ভাবা যায়? এভাবে প্রায় আড়াইমাস একভাবে চললো। মার্চ্চের ম্যাট্রিক পরীক্ষা (দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংসে Seat পড়েছিল। Result ও কয়েকজনের কল্পনাতীতভাবে উঁচুর দিকেই ছিল।

ওকে আজ আমার এই ৮৭ বছর বয়সেও ভুলিনি। ভুলবোওনা। ওঁকে প্রণাম জানাই।

দ্বিতীয়টি হ'লো এই কৃষ্ণনগর কলেজেরই ব্যাপার। আমি ১৯৪৩-৪৪ সনের বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। নারায়ন সান্যাল (প্রখ্যাত সাহিত্যিক - ইঞ্জিনিয়ার), সমর চৌধুরী, অমিয় সেন (বি.ই.তে গোল্ড মেডেলিস্ট) ডাঃ নির্ম্মল বিশ্বাস আরও অনেক সহপাঠী ছিল।

'৪৪ সনে কেমিষ্টির প্র্যাকটিক্যাল (ফাইনাল ইয়ার) পরীক্ষা চলছে। আমাদের কেমিস্ট্রির প্রফেসর ছিলেন ডঃ সেনগুপ্ত। কোনদিন হাসতে কেউ দেখেননি - কাজ ব্যতীত কি'ছু বুঝতেন না। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির - ৪৫/৪৬ বয়স সেময়ে (সম্ভবতঃ) - অবিবাহিত। অপূর্ব্ব পড়াতেন। একবার বুঝিয়ে দিলে - যদি মন দিয়ে ছাত্ররা শুনতো - ভুল হবার সম্ভাবনা খুব কমই থাকতো। আমরা যেমন ভয় পেতাম তেমনি ভক্তিও করতাম।

আমরা বোধ হয় প্র্যাকটিক্যাল ১৭/১৮ জন পরীক্ষা দিচ্ছিলাম। আমার analysis এ lead Nitrate বলে আমি খাতায় লিখছি - কিভাবে analysis করি ও কেন Lead Nitrate বলে আমি খাতায় লিখছি - কিভাবে analysis করি ও কেন Lead Nitrate বলে সাব্যস্ত করি ইত্যাদি।

ডঃ সেনগুপ্তের সঙ্গে পরীক্ষা নিতে এসেছিলেন বহরমপুর কলেজ থেকে একজন প্রফেসর। দুজনেই ঘুরে ঘুরে দেখছেন। আমার লেখার সময়ে কয়েকবার ডঃ সেনগুপ্তকে আমার খাতার দিকে চেয়ে থাকতে দেখলাম যদিও আমি তাতে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু নিরুপায়।

পরীক্ষা শেষ হ'লো - নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছি খাতা জমা দেবার পরে। হঠাৎ একজন এসে জানালেন ডঃ সেনগুপ্ত আমায় ডেকেছেন।

আমার তো কাঁপুনী - নিশ্চয়ই Salt চিনতে ভুল করেছি - গোল্লা পাব। কি করি? বন্ধুরা বললো যা, যেতেই হবে - ডঃ সেনগুপ্ত ডেকেছেন যখন।

পা কাঁপছে - ঐভাবেই ঢুকলাম ওঁর ঘরে - উনি যে চেয়ারে বসতেন তার পিছনের দরজা দিয়ে। উনি অঙ্গুলি সঞ্চালনে ইঙ্গিতে ওঁর টেবিলের পাশে আসতে জানালেন। কিছু লেখার কাজ করছিলেন। আমি পাশে যেতেই - গম্ভীরভাবে একঝিলিক আমার দিকে চেয়ে আমার ডান কাঁধে দুটো আঙ্গুল দুবার ছুঁইয়ে বলে উঠলেন "Well Done" - আবার লেখাতে ডুবে গেলেন।

আমি স্বর্গে পৌঁছে গেলাম - শরীরে কোন ভার নেই - উড়তে উড়তে চলে এলাম দরজার কাছে দাঁড়ানো সহপাঠীদের মধ্যে।

এদের মতশিক্ষাগুরুদের ভোলো যায়? পরে শুনেছিলাম আমি ৯৬/১০০ পেয়েছি।

সুখে দুখে ভরা জীবন

যতীন্দ্র মোহন দত্ত

সবাই যে এ জগতে, সুখে থাকতে চায়,
দুঃখের কথা তার, থাকে না ভাবনায়।
দুঃখ না চাহিলেও, দুঃখ এসে যায়,
একথা লেখা আছে, গীতার ভাষায়।
আছে দুঃখ, আছে বঞ্চনা, আছে কত মৃত্যু বেদনা,
কালের কপল তলে, কতই না আনাগোনা।
সুখের লাগিয়া মানুষ কত কীনা করে,
দেশ হতে দেশান্তরে, যুদ্ধের ঝঙ্কারে।
তাই — ভাই ভাইয়ের বুকে, ছুরি বিদ্ধ করে,
এমনি করে একে, অপরকে ল্যাং মারে।
সুখ ভুলে পিতা মাতা, সোনার সংসার গড়ে,
শেষ বয়সে বৃদ্ধাশ্রমে, হাহুতাশ করে।
সুখের সন্ধানে মানুষ, স্বার্থপর হয়,
প্রতিহিংসা পরায়ণে কি, সুখী হওয়া যায়?

হিংসুক পুড়ে মরে, হিংসার হোমানলে,
এই হিংসায়ই মানুষ, অশান্তিতে জ্বলে।
রাশীকৃত দুঃখ বেদনা, প্রতি নিয়ত ডাকে,
নির্ভীক বক্ষোপটে, জয় কর তাকে।
উদারতা জীবনকে, সুখময় করে,
ক্ষমাই পরম ধর্ম, সবাই তো বোঝে নারে।
সবাই সঙ্গে মানিয়ে চলে, বুদ্ধিমান যারা,
স্বার্থত্যাগে কত শান্তি, বোঝে না মূর্খেরা।
জন্মিলে মরিতে হবে, সবাই কি ভাবে রে?
হীন কাজের মাঝে, কোন সুখ নাইরে।
সরল জীবন যাপন, যারা করতে পারে,
তার মতো সুখী জন, ত্রিভুবনে নাইরে।

কলেজে পাওয়া কিছু সঞ্চয়

দেবদাস আচার্য

স্মৃতিতে যে স্বাদ থাকে, আলো থাকে রং থাকে তা লেখায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আবার, যা স্মৃতিতে সুখ বিস্তার করে নিবিড়-একাকী ছত্রপতি হয়ে থাকে, তা লেখার পর বিস্বাদ, রংচটা হয়ে পড়ে। তখন কষ্ট হয়। যেন সুখস্মৃতিটা পাঁচজনের হয়ে হারিয়ে যায়। স্মৃতি বড় একলযেড়ে।

আমার কলেজ জীবন নিয়ে তো সাতকাহন লেখার ইচ্ছে। অনেক কথা মনে পড়ে। এক ভীরু ছাত্রের দুরু-দুরু বুকে কলেজ প্রাঙ্গণে পদক্ষেপ। ঐ অনিন্দ্য সুন্দর গ্রিকো-রোমান স্থাপত্যকীর্তি যে আমাকে বুকে ঠাঁই দেবে, এ ছিল আমার স্বপ্ন। আশৈশব। শৈশবে কলেজ চত্তরে, প্রতিদিন বিকেল আনা-গোনা ছিল। নগেনদা আমাদের কলেজের পিছন দিকের বাঁ পাশের মাঠে প্যারেড করাতে নিয়ে যেতেন। তখনও তরুণ মনে স্বদেশীয়ানা টকবগ করে ফুটছে। সেটা ছিল ১৯৫০-৫২ সাল। বয়স আট-নয়। থাকতাম কলেজ মাঠের খুব কাছে, খোড়ো পাড়ায়। ১৯৫৩ তে বাবা বাড়ি বানিয়ে আমাদের রাধানগরে নিয়ে যান। ঐ শৈশবে শিক্ষাদীক্ষার বুঝতাম না কিছুই, তবে কলেজ-প্রাসাদটির টান অনুভব করতাম। ডাইনে-বায়ে সামনে প্রশস্ত ফাঁকা মাঠ। প্রাচীন মেহগিনি- দেবদারু গাছের প্রেক্ষাপট ঐ মহান বাড়িটির অস্তিত্বকে জগতের মহানির্মানের প্রতীক করে তুলেছিল। মনে হত ঐ বাড়িটির জন্যে এই সুবিস্তৃত ফাঁকা অঞ্চলটি একান্ত প্রয়োজনীয় নইলে যেন বাড়ীটার শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হবে। এখন খানিক খর্ব হয়েছে। বহু প্রাচীন মেহগিনি গাছ, নিমগাছ নেই। সীমানাপ্রাচীর ঘেঁসা বাড়ি-ঘর দোকান যেন সেই অনিন্দ্য শরীরে কাদা ছিটিয়ে দিয়েছে। বলছিলাম না, স্মৃতি বড় একল যেড়ে!

১৯৫৯-এ কলেজে ঢুকি। স্কুল ফাইনাল পাশ করে। ভর্তি হই বিজ্ঞান বিভাগে। বিজ্ঞান ছেড়ে মর্নিং-এ কমার্স। সেটাও ছেড়ে আর্টস্। আর্টস্ এ ফাইনাল। তিন মাস গেল এভাবে। কি পড়ব তা স্থির করতে। তার মানে এই যে, আমিই বোধ হয় একমাত্র ছাত্র যে কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে তিনটি শাখারই ছাত্র। হলেই বা মাত্র তিন মাসের মধ্যে। এ বিরল সৌভাগ্য আমার একার, ভাবলেই পুলকিত হই। কিছুদিন পরই মর্নিং এ কমার্স পড়ানোটাই উঠে গেল। তারপরই তো কমার্স পড়ানোর জন্যই আলাদা একটা কলেজই অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত হল। আমার রেকর্ড দেখছি শতচেষ্টাতেও কেউ ভাবতে পারবে না। বলতে গেলে তো অনেক কথাই বলতে হয়। মনে পড়ে অনেক কথাই। অধ্যক্ষর কথা, অধ্যাপকদের কথা, অগ্রজ-অনুজ ছাত্রবন্ধুদের কথা। অধ্যক্ষ হিসেবে শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়কে পেয়েছিলাম। তাঁর কথা মনে পড়ে খুব। তাঁর সময় কলেজ চত্বর ঝক ঝক করত। সামনের ফুল বাগানটি রঙে রূপে সেজে উঠেছিল। পুরো কলেজ অঞ্চলটি শান্ত, নীরব থাকত। একটা কাক ডাকলেও উনি তাড়াতেন। একটা কুকুর ঢুকলেও সেটাকে তাড়িয়ে দিতেন। তদন্তকারী গোয়েন্দার মতো তিনি নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াতেন কলেজ চত্বর জুড়ে। কোনো ছাত্রের উপায় ছিল না বাইরে অকারণে কাটাবার, ক্লাস থেকে বেরিয়ে।

অনেক শিক্ষকের কথা মনে পড়ছে। তবে তিন জনের কথা বলতে হবেই। আমাদের ইংরাজী ভাষার শিক্ষক ছিলেন কবি রমেন্দ্রকুমার আচার্য্যচৌধুরী। একজন জীবন্ত কবিকে শিক্ষক হিসেবে পাওয়াটা আমার দুর্লভ সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। আমি কবিতা লিখতাম সে সময়। সে এক কথা। কিন্তু তিনি একজন প্রকৃত এবং জীবন্ত কবি। লোকে বলে রাশভারি মানুষ। কিন্তু আমি তো সহজভাবেই তাকে পেয়েছিলাম। বরং আমারই একটু জড়তা ছিল, অতবড় কবিব্যক্তিত্বের ভয়। শিক্ষক হিসেবে ভালো ছিলেন। সে তো সব শিক্ষকই ভালো শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু তাঁরা একমাত্রার মানুষ। রমেন বাবু আমার কাছে ভিন্ন মাত্রার গভীর মানুষ ছিলেন। ১৯৬১ তে ওঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আরশি নগর' প্রকাশ পায়। আমি তখন তৃতীয়বর্ষের ছাত্র। এই শহরের নিবিষ্টচিত্ত কবিদের কাছে উনি বেশ প্রিয় মানুষ হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণনগর কলেজের ইতিহাসে অনেক কালজয়ী মানুষের স্থান আছে। উনিও একজন। এঁদের স্মৃতি রক্ষার কোনো ব্যবস্থা করা যায় না? অপর একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ড: সুধীর চক্রবর্তী। লোকধর্ম, লোক শিল্প ও সাংস্কৃতিক নিরলস গবেষক এবং গ্রন্থকার উনি। বাংলার সময়কালীন বিদ্বজনের অগ্রণী অংশের একজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্লভ সম্মান জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার সহ বহু দুর্লভ সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত ব্যক্তিত্ব। এ শহরেরই মানুষ উনি। তাই আমাদের গর্বকরার সুযোগ একটু বেশিই। কৃষ্ণনগরের বাইরে, ভিন্ন জেলায় গিয়ে এ গর্ব আমি করে থাকি। আর একজন বাংলার শিক্ষকর কথা বলব। তাঁর নাম আদিত্য প্রসাদ মজুমদার। উনি অন্য ধাঁচের মানুষ ছিলেন। আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা পঠন-পাঠনের বাইরেও কিছুটা প্রসারিত ছিল। শীতের দুপুরে সে সময়ের কলেজের সুরম্য লন'-এ অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে লনের গাছ-পালার রৌদ্রছায়ায় বসিয়ে উনি রবীন্দ্রকাব্য পড়াতেন। আমাদের সোনারতরী এবং পুনশ্চ পাঠ্য ছিল। ওর ঐ অঙ্গন

শ্রেণীকক্ষের বা মুক্তাঙ্গন শিক্ষাদান পদ্ধতির আমি বেশ অনুরাগী ছিলাম। ঘরের বাইরে কুঞ্জে বসে কাব্যপাঠ বেশ রোমান্টিক লাগত। শিক্ষাদান পদ্ধতির এই খোলা হাওয়া নিরস পাঠগ্রহণও পাঠদানের একঘেয়ে ক্লান্তি থেকে মুক্তি দিত। পাঠ হৃদয়াঙ্গম করতে সুবিধে হতো। ওর মেসেও যেতাম মাঝে মাঝে। বিরক্ত বা বিব্রত হতেন না। দূরত্ব রাখতেন না। উনি ছিলেন বিশ্বভারতীর ছাত্র। ওঁর পড়ানোর রীতিতে সেই বৈশিষ্ট্যটিই লক্ষ করতাম। এবং এজন্যেই ওঁকে মনে থেকে গেছে।

অনার্স আমার সহপাঠী ছিল ধীরেন দেবনাথ। ভালো গল্প লিখত। ওর 'ইচ্ছের ফুল' এবং 'আমার নীল পায়রার ট্রাজেডি' নামে দুটি গল্প কলেজ পত্রিকায় এক সঙ্গে ছাপা হয়েছিল। সে কথা সে যুগের ছাত্ররা মনে রেখেছে আজও। অর্থাৎ কত নিষ্ঠাবান পাঠক বন্ধু ছিল তখন কলেজ পত্রিকায়, ভাবলে অবাক হতে হয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। মনে পড়ে স্বপন দত্ত, অনিল বিশ্বাসের কথা। ওরা উন্নতমানের প্রবন্ধ লিখত কলেজ পত্রিকায়। রমেন্দ্র কুমার আচার্য্য চৌধুরী ও কলেজ পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। আমি কবিতাও লিখতাম। গল্পও লিখতাম। বেশ সমৃদ্ধ কলেজ পত্রিকা হত সে সময়। তত্ত্বাবধায়ক থাকতেন সুধীর বাবু। ওঁর হাত যশে সেকালের লেটার প্রেস থেকেও অত্যন্ত উন্নত মানের মুদ্রণ ও পরিচ্ছন্ন বিন্যাসে পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়ে উঠত।

আমি রমেনবাবু ও সুধীর বাবুর কাছ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছি চার বছর। এর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের শিক্ষা নিবিড় ভাবে পেয়েছি। এঁদের রুচি ও মেধার স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছি। কিন্তু তার মর্যাদা দিতে পারিনি বলে দুঃখ থেকে গেল আজীবন।

আমাদের সময় অর্থাৎ ঐ ১৯৫৯-৬০ সাল থেকে ছাত্র রাজনীতি বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। আগেও শুনেছি, প্রবল ছাত্র রাজনীতি ছিল, তবে, তা ছিল অনেকটাই একমুখী। জাতীয়তাবাদী। কংগ্রেসী ভাবধারার। ছাত্ররাজনীতিতে কৃষ্ণনগর কলেজ কোনো দিনই পিছিয়ে ছিল না। পঠন-পাঠনের উন্নত মানের সঙ্গে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র রাজনীতিও উন্নত মানের ছিল। আমাদের সময় থেকে খাড়াখাড়ি দুটি ছাত্র সংগঠন, যথা C.P. এবং B.P.S.F. সমান শক্তিশালী ছিল। কিন্তু B.P.S.F. ছাত্র সংসদ গঠন করত। সংখ্যাধিক্য পেত বলে। তবে, আমাদের সময় ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে যতই খাড়াখাড়ি লড়াই হোকনা কেন, তেমন কোনো গণ্ডগোল হত না। এবং ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুত্বও নষ্ট হত না। পরবর্তী কালে, ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে ছাত্ররা দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রেই এক নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠল। কৃষ্ণনগরে ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন তো ছাত্ররাই ঘটিয়ে ছিল। যা সামগ্রিকভাবে বাংলার রাজনীতিতে বিশাল প্রভাব বিস্তার করেছিল। তখন সমগ্র বাংলার সব কলেজগুলি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টিতেও একই চেহারা দেখা যেত। তখন একটিই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ঐ কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়। কল্যাণীতে তখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, যেখানে কেবল কৃষি বিদ্যাই পঠন-পাঠন হত। যাই হোক, আমার চোখের সামনে ক্রমে ক্রমে ছাত্র রাজনীতি বাংলার সামগ্রিক রাজনীতির নিয়ামক হতে দেখেছি। সেই রাজনীতি ছিল বাম ঘেঁসা। অর্থাৎ বামপন্থী রাজনীতির একটা শক্তপোক্ত খাম ছিল ছাত্র-সংগঠন এবং শ্রমিক-কষক-কর্মচারীদের সংগঠন। আমার সহপাঠী বন্ধু অমল রঞ্জন দাস রায় সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে মন চাইছে। সে অর্থনীতির সাম্মানিক ছাত্র ছিল। পরবর্তীকালে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে আর পড়াশুনো চালিয়ে যেতে পারেনি। আমি চাকরি পেয়ে চলে যাই রঘুনাথ গঞ্জ। অমল কাজের সন্ধানে শিলিগুড়ি চলে যায়। সেখানে সে ক্রমে ঘনিষ্ট হয়ে পড়ে চারু মজুমদারের সঙ্গে। তখন চারু মজুমদারের সঙ্গে আলিমুদ্দিন স্ট্রীট -এর তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব চলছে। তার সাক্ষী হতে পেরেছিল অমল। এটুকু অমলের কাছ থেকেই শুনেছিলাম। যাই হোক, অমল অত্যন্ত দরদী এবং মেধাবী ছাত্র ছিল। এবং একটি সন্ধিক্ষণ কালের সাক্ষীহতে পেরেছিল। অর্থনীতি ও সমাজদর্শন তার কৌতূহলের বিষয় ছিল। এ বিষয়ে সে প্রায় প্রজ্ঞাবান ছিল বলে আমার মনে হত। আমি আমার অনুজবন্ধু স্বপন দত্ত ও অনিল বিশ্বাসের কথা বলেছি। পরবর্তীকালে অনিল বিশ্বাস, সি.পি.আই. (এম) এর রাজ্যসম্পাদক ছিল। আমার অগ্রজ দুজন কবিতাপ্রেমী সাহিত্যপ্রেমী মানুষের কথা বলতেই হয়। একজন সুনন্দ গোস্বামী, অপর জন রমাপ্রসাদ গাঙ্গুলী। রমাদার কাছে আমি ঋণী এই কারনে যে, উনি আমাকে তৎকালীন হালফিল কাব্যগ্রন্থ, পত্রপত্রিকার সন্ধান দিতেন, পড়াতেন, আলোচনা করতেন। এ ছাড়াও সমরজিৎ সেনগুপ্ত, সন্তোষ দত্ত, ভারতী সিন্‌হা ছিলেন। এঁরা অগ্রজ কিন্তু বন্ধু হয়ে ওঠেন। এঁরাও বাংলা অনার্সের ছাত্র ছিলেন। সমরজিৎ সেনগুপ্ত ছাড়া। রমাদা ইংরেজীতে এম. এ করেন ও সৈনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হন। অনুজদের মধ্যে দীপক বিশ্বাস এবং প্রিয় গোপাল বিশ্বাসের কথা বলতে হয়। অগ্রজ ও অনুজের মেধার আলোয় আমি আলোকিত হয়েছি, উষ্ণতায় উষ্ণ থেকেছি। একদা অনিল স্বপন দীপকদের সঙ্গে একটা সাহিত্য পত্রিকাও প্রকাশ করেছি কয়েক সংখ্যা। প্রিয় তো 'ভাইরাস' পত্রিকার সহ-সম্পাদকই ছিল।

কী লিখি, কেন লিখি

প্রাণেশ সরকার

'চাঁদ ঝরছে গুঁড়ো গুঁড়ো আমাদের শরীরের জেগে ওঠা গাছে।
কেউ তাকে রচনা করেনি। সে আছে। সে খুব চুপচাপ আছে।'

আলমোড়ায় বেড়াতে গিয়ে যে হোটেলটিতে উঠেছিলাম সেটি পুরোপুরি কাঠের তৈরি। ভোররাতে একদিন ঘুম ভাঙার পর হোটেলের পেছনের বারান্দায় চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। শুক্লপক্ষ। হিম। হোটেলের পিছনেই গভীর অরণ্য শুরু। গাছগাছালি আবছা। চাঁদের আলো, মনে হল, গুঁড়ো গুঁড়ো নেমে আসছে গাছপালার উপর মনে হল, গাছ নয়, আত্মার শরীরের উপর ওই হিম আর অপার্থিব আলো ঝরে পড়ছে দীর্ঘ, সুদীর্ঘদিন ধরে। আমিই গাছ হয়ে গিয়েছি। চুপচাপ কতদিন ওই অরণ্যে দাঁড়িয়ে আছি শীতে, চন্দ্রাহত অবস্থায়।

'এইসব বাঁক। কুঁজো অলস আর ইশারার খাঁজে খাঁজে ঠিক।
জল খেতে আসে তারা। একা একা ধকধকে গোলাকার জ্বর।
বুনোঘাস, লতাপাতা, অন্ধকার শরীরের ভার।'

কুমায়ুন হিমালয়ের অনেক জায়গায় গিয়েছি। জিপে বা ট্রেকারে যাচ্ছি। পাহাড়ি পথ। দুপাশে ঘন জঙ্গল। হঠাৎ একটা বাঁকের কাছে আসতেই বুকটা ধক করে উঠেছে। ঝর্নার জল নেমে আসছে। পথ ভেসে যাচ্ছে সেই জলে। বাঁকটি দেখেই মনে হল এখানে বাঘ জল খেতে আসে। সেই মুহূর্তেই জিম করবেটের লেখার কথাও মনে পড়েছে নিশ্চয়ই। বা ডিসকভারি চ্যানেলে দেখা কোনো চিতার ঝাঁপ। সবকিছু মিলেমিশে এক হ্যালুসিনেশন মতো তৈরি হয়েছে আর কি। সমগ্র কুমায়ুন পর্বেই এই একটা বিষয় তাড়া করে ফিরেছে আমায়। ঠিক ভয় নয়, কিছুটা প্রত্যাশাও হয়তো বা, হ্যাঁ, দেখিই না বাঘটাকে, আসুক না সে, গোল গোল ধক ধক একজোড়া চোখ নিয়ে। সত্যি, এসব মানসিক অভিজ্ঞতার কত পরে লেখা কবিতাটি।

খবরের কাগজেই পড়েছিলাম। নদীর এক মোহনায় জনৈক প্রেমিক শারীরিক মিলনের পর খুন করেছে তার প্রেমিকাকে। শিউরে উঠেছিলাম। ভালোবাসা আর ভায়োলেন্স এভাবে জড়িয়ে থাকে জীবনে। আর এ তো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর অন্যত্রও এইসব ঘটনা তো ঘটে। শুধু সময়কালেই তো নয়, চিরকালই তো ঘটে এ সব। মনের মধ্যে তীব্র এক তোলপাড় হয়েছিল কাগজ পড়ার পর। তারপর যা হয়, এত ভার তো বহন করা যায় না অহরহ, তাহলে অসুস্থ হয়ে পড়বে মানুষ। তাকে তো ভুলতে হয়। ভুলতে হবেই। আমিও ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু নিশ্চয়ই মনের কোণে গেঁথে ছিল কোথাও। অনেক, অনেক দিন পর, একদিন রাতে বৃষ্টি পড়ছে খুব। রাতে শুতে যাবার আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি। কেমন একটা ভিস্যুয়ালাইজেশন হল। ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো একটি কবিতা। কবিতাটির শিরোনাম 'মোহনা'।

মোহনার ধারে পড়ে ছিল কার দেহ
ভোর এসে তার শরীর ঢেকেছে রোদে
ঝাউগাছ বলো কাকে কারো সন্দেহ
মৃত্যুর কালো ঢুকেছে আমার বোধে।

দেহটি নারীর, অপরূপ সুন্দরী
ওষ্ঠে কি ওর ফুটে আছে মৃদু হাসি
বুক দুটি ঢাকা, সূক্ষ্ম সলমাজরি
পানপাতা মুখ এখনও হয়নি বাসি।

খোলা কালো চুল বালি ও ফেনায় মেশা
আশ্লেষে কেউ দংশন করে উরু

উসকে নিয়েছে উষ্ণ খুনের নেশা
মেঘ ডাকছিল গম্ভীর গুরুগুরু।

বিদ্যুৎ হানে মোহনার বুক চিরে
দয়িত হেনেছে মৃত্যুর চোরাঘাত
কাস্থা-জড়ানো কাঁধ দুটি যায় ফিরে
গোলাপী শরীরে নেমে আসে কালো রাত।

ঝাউগাছ বলো কাকে কারো সন্দেহ
মোহনার ধারে পড়ে আছে কার দেহ!

লেখা আসলে কী? কবিতা কী? লেখো কেন? কত প্রশ্ন এসে পড়ে জীবনে। নিঃশব্দে, চুপচাপ, আলোক-বৃত্ত থেকে অনেক দূরে লেখালেখি করলেও, মানুষ তো জেনে যায়, বুঝে যায় এই মানুষটা লেখে। চিরকাল তো থাকা যায় না আড়ালে। তখন কখনও এ সব প্রশ্ন এসে পড়ে। আর কবিতার ভিতরেই এসব প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজে ফিরতে হয়।

'লেখা পথে পড়ে পাওয়া ভুরুই পাখির রক্তমাখা পালক।
লেখা আমাদের কুঁড়েঘরের তিরিশ ফার্লং দূরের ঘন বাঁশবন।
শেয়াল, বেজি, গোসাপ, অন্ধকারে বুজে থাকা আপার মধ্যে
লুকিয়ে থাকা বোয়াল, কালবাউস, মাগুর আর কচ্ছপ
লেখার মধ্যে স্....স্.... স..... শব্দ করে, বুড়বুড়ি কাটে।
লেখা আড়ং -এর মাঠে বিজয়াদশমীর পরের দিন কাকপক্ষী ওঠার আগে
শাণিত চোখে খুঁজে ফেরা খুচরো পয়সা, চকচকে দু-একটা রুপোর টাকা।
লেখা দামরাইল বিলের ধবধবে সাদা হরিয়াল।
লেখা ধর্ষিতা মেয়েদের ভাঙাচোরা দেহ —ওলটানো, পিঠে ছুরি বেঁধা।'

জীবনে, আহা, মহা এ জীবন। যে জীবন প্রত্যক্ষভাবে যাপন করি, যে সব মানুষ আর বস্তুনিচয়, পশুপাখি, উদ্ভিদজগৎ, খণ্ড খণ্ড প্রকৃতি যা আমি আমার জীবিতকালে সরাসরি চিনি বা জানি, যা কিছু অপ্রত্যক্ষভাবেও চিনি গ্রন্থ, দলিলদস্তাবেজ, ভাস্কর্য, চিত্র বা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে, যন্ত্রসংগীত আর কণ্ঠসংগীতের ভিতর দিয়ে বিশেষ সব আর্তি বা sublimity -র মুহূর্ত যা আমাকে ছুঁয়ে যায়, এই বর্তমান, অতীত, এমনকী ভবিষ্যৎ কালের কিছু কিছু ঘটনাও হয়তোবা perception বাহিত হয়ে যা বোধের পর্দায় ঘা মারে — এ সমস্ত কিছুই হতে পারে আমার লেখার বিষয়। হয়তো সেই কারণেই কখনও একটা চাকা গড়িয়ে যায় হৃদপিণ্ডে, আর আমি গেয়ে উঠি আগুনের গান।

'কবে কখন একটা চাকা গড়িয়েছিলো আমার হৃদপিণ্ডে
কবে কখন একটা দুটো ঢেউ আগুন ধরিয়েছিলো আমার চুলে
আর আমি আমার কক্ষপথ থেকে ছিটকে এসে
পড়েছিলাম তোমার গর্ভে আগ্নেয়গিরি
তারপর হাজার হাজার বছর কেটে যাবার পর
সমুদ্রের ভিতর থেকে জেগে উঠলো কত না দ্বীপ
আর সেইসব দ্বীপের গর্ভে জেগে উঠলো কত নতুন নতুন গাছ
এক ঝড়জলের রাতে আবার নতুন করে জন্ম হল আমার
সেই জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে এলাম আমি
আমার গায়ের সেই আগুন এখনও নেভেনি আকাশ
যদিও বৃষ্টি তুমি উপুড় হয়ে একেবারে একটা ফুটফুটে বাচ্চার মতো
কতবার কত অসংখ্যবার হামাগুড়ি দিতে দিতে হঠাৎ, হঠাৎ-ই

মুখ থুবড়ে পড়ে একেবারে উপুড় হয়ে কাঁদলে
কিন্তু আমার আগুন এখনও নেভেনি

.....

আমার চোখ ঠিকরে আগুন আমার মাথা ভেদ করে
দুএকটুকরো অগ্নিশলাকা যা বিদ্ধ করেছে মেঘ
বৃষ্টি তাতে ঝরেছ দুএকপশলা কিন্তু আমার আগুন নেভেনি, উড়াল
সেই আগুন নিয়ে ক্রমাগত এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপ
এক সৌরজগৎ থেকে অন্য এক সৌরজগতে
সমুদ্রের পর সমুদ্র, পাহাড়ের পর পাহাড়
সাঁতার কাটতে কাটতে জ্বলন্ত সূর্য আর ঘুমন্ত তারার মধ্যে
ঢুকে পড়েও রচনা করেছি গান
আজ আমি জেনেছি, আগুন, সমুদ্রের সব জল ফোয়ারা হয়ে
ছুটে এলেও আমার গায়ের আগুন কখনও কোনোদিন
নিভবেনা আর .....

'আনন্দের অন্তরালে প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত' তো থাকবেই, থাকতেই হবে কবির জীবনে। আঘাত তো শুধু প্রশ্ন আর চিন্তারই নয়। সুকঠোর বস্তু-জীবনেরও। অন্তরাল তো শুধু আনন্দেরই নয়। সুকঠিন নিরানন্দেরও তো অন্তরাল, আড়াল খুব জরুরী। এই আড়াল, মানুষ যাকে ভুল করে escapism বলে, পলায়নবৃত্তি বলে, তা যদি নাই থাকে শিল্পীর জীবনে, তা হলে শিল্পের জলধারা, কবিতার জলধারা কীভাবেই বা প্রবাহিত হবে। এই বহমানতা তো অনিবার্য।

'জন্ম, জীবন আর মৃত্যুকে ঘিরে — স্বপ্ন, বস্তু আর 'কান্ত্বাকে ঘিরে
সত্য, সুন্দর আর কুণ্ঠকে ঘিরে জলধারা বহে যায় স্রোত বহে যায়
স্রোতের মধ্যে পড়ে দিব্যকিরণ, কখনও ছায়া পড়ে শ্যাওলার মতো
কখনও কৃষ্ণসার হরিণের চোখ তীব্র তড়িৎ গতি দূর থেকে দূরে
ধেয়ে যায় আমাদের যত সমতল, মরুভূমি, মেঘমালা, পাহাড়-পর্বত
ছায়া ও কুয়াশাময় শূন্য-কে ঘিরে।'

বহমান জীবনের নানা ঘটনা অজস্র প্রেক্ষিতে ছায়া ফেলে জীবনে। মনে পড়ে ভাগলপুরে কিছু শ্রমজীবি মানুষের চোখ উপড়ে নিয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক ভুস্বামীরা। কবিতা লেখা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারেন কবি। এই ভুবনের ভার তিনি তাঁর মতো করেই বহন করেন।

'ডান দিকে চোখ
বাঁ দিকে চোখ
থ্যাঁৎলানো চোখ
উপড়ানো চোখ
গাঁথো তোমার ত্বক ফেটে চোখ
মাটির নীচে
দেহের নীচে
ছোঁ মারো আর
দাও ফাটিয়ে
হামাগুড়ির নক্সাগুলো
খলবলিয়ে ওঠো ....
.....

পচাগলা বক্ষ্যমান এই সময়। সময় গলে গলে পড়ে। দুলতে থাকে ঘড়ির পেণ্ডুলাম। পর্দায় ছায়া পড়ে অসহায় শিশুদের। ছায়া পড়ে ধর্ষকামী মানুষেরও।

'শিশুরা ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দিতে দিতে ছিঁড়ে ফেলবে আঙুলের গিট
পায়ের নীচের বালি সরে যাবে এক ঝটকায়
ধর্ষণের প্রবল ইচ্ছায় যে সব লাইফবোট ফুঁড়ে উঠবে হঠাৎ
তারা দেখবে তাদের সন্তানদের ঘুনসি গুঙরে উঠছে ফেনায়,
.....

ধরতে হবে এই সময়কে। প্রত্যেকটি খাঁজ, উঁচিয়ে থাকা হার্পুন, চেরা লকলকে জিভ, বীভৎস দানবীয় চিৎকার, ভয়ঙ্কর নিস্পৃহতা, পাশ কাটিয়ে চলার ভঙ্গি -এ সমস্ত কিছুই আজ গেঁথে তুলতে হবে কবিতার শরীরে, আত্মায়। বর্তমান বস্তু-বিশ্ব এক অনতিক্রম্য নিষ্ঠরতার ধারাবাহিক স্রোতের ভিতর দিয়ে চলেছে। কবিকেও বড় বেশি আক্রান্ত করে এই স্রোত। তিনি তার পূর্বসুরিদের তুলনায় আরো বহুমাত্রিকভাবে পালটে ফেলতে বাধ্য হন ফর্ম। উদ্দীপিত হন শিল্পের ভাষাকে সময়োপযোগী করে তুলতে। ভূগর্ভ, ভূখণ্ড ও ইথারে জেগে থাকা সমস্ত শরীর, মন বা যাবতীয় বস্তুকণা গেঁথে চলে ভাষা। সমস্ত কবিজীবন ধরে চলতে তাকে ভাষা নির্মাণ আর বিনির্মাণ।

তার মনে হয় সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে আত্মসাৎ করতে পারলেও, মানুষের ভাষায় কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকে যায়, সংযোগস্থাপনের ফাঁক। নানা সংকেত, অজানা ভাষা, অনির্দেশ্য ইশারার মর্মার্থ ধরার এক প্রবল আর্তি ছুটিয়ে মারে কবিকে।

'আমাদের শিখতে হবে কাঁকরের ভাষা, পাথর আর খণ্ডবালির ভাষা
হাওয়ায় হাওয়ায় খসে পড়া পাতাদের জ্যামিতিচিহ্নগুলো উদ্ধার করতে করতে
আমরা নেমে যাবো সমুদ্রগর্ভে, বাষ্প আর বাষ্পহীনতার জাল ছিঁড়ে
ছুটে আসা সমস্ত কুয়াশালিপি, সমস্ত শোকবার্তার সংকেতব্যূহ
পাঁজরে সেঁটে যাবে আমাদের।'

নাদিন গর্ডিমার বারবার তাঁর লেখায়, বক্তব্যে যে 'ইনওয়ার্ড টেস্টিমনি' বা অন্তর্জগতের বয়ানের কথা বলেছেন, অন্তর্জগতের সাক্ষ্যের কথা বলেছেন, একজন কবিকে, একজন সৎ লেখককে সমগ্র জীবন ধরে সেই কথাই বলে চলতে হয়। তাকে, মানুষের অন্তর্জগতের কথা, ইতিহাসের এমনকী এই জড়বিশ্বের অন্তর্জগতের কথাও বলে যেতে হয়। যে ঈশ্বরকে মানুষ তৈরি করেছে। যে ঈশ্বর আজ স্বয়ং হয়তো বা মারণব্যধির কবলে। যার নিস্তার নেই কোনো। সেই কথাও। সেইসব কথাও। কবিকে বলতে হবে আজ।

'রাত আর দিনের আঠালো অন্ধকার, ভারী গন্ধ, ধুলোর নাভিশ্বাসের মধ্যে ধুঁকতে ধুঁকতে আমরা যাচ্ছি লাফাতে লাফাতে, আমি বমি করছি তিরস্কার আর ঘৃণায় ভরা প্লেটে, আমি আলো ছুঁড়ে দিচ্ছি ফাঁসির আসামীর খনিগর্ভ-সেলে, আমি নদীকে মাখিয়ে দিচ্ছি ভোরের প্রথম আলো, আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে আলোয় আলোয় ঝলমল করা সমস্ত মাছ আর জলজ প্রাণ, আর উদ্ভিদ কত দ্রুত ঝলসে একেবারে আংরা হয়ে ওঠে, আর সেই নদী-তীরবর্তী ছোট্ট জনপদের এক যুবক তার কিশোরী-প্রেমিকাকে ফুঁসলে নিয়ে গিয়ে স্টান পৌছে দেয় পাঁচ-তারায়, ছ'-তারায় নাবিক-হাঙরদের সোনা-বাঁধানো দাঁতে। এই ভয়ঙ্কর সুড়ঙ্গ আমি পোখরান থেকে উঠে আসা বিস্ফোরণের মধ্যে টের পেয়েছিলাম, আমি হাই-রাইজ্ থেকে সরাসরি ঝাঁপ দিয়েছিলাম নরকে, ঈশ্বরের জিগরী দোস্ত এক শয়তানের সঙ্গে দাবা খেলতে খেলতে ক্রমাগত সরু আর তীক্ষ্ণ হতে হতে আমি কাসপারভ আর আনন্দকে হারিয়েছিলাম, আনন্দ হারিয়ে আজ আমরা এই মহাকাশ সঙ্গীতের স্বরলিপি রচনা করার দায়িত্ব তুলে দিই তাপ্তি-দেওয়া কোট পরা এক গিটার বাদকের হাতে। গলির মধ্যে গলি, ধাঁ-ধাঁ-র মধ্যে ধাঁ ধাঁ — তার মধ্যে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে আর্কাইভ, লাইব্রেরি, নির্মলেন্দু চৌধুরী আর মল্লিকা সারাভাই।

আমার পিতামহীর খণ্ড-বিখণ্ড হাড়গুলো গুঁড়ো গুঁড়ো মিশে যাচ্ছে আমাদের সমবেত কৃষি আর ভাস্কর্যের তির্যক অবস্থানে।

পচাগলা বক্ষ্যমান এই সময়। সময় গলে গলে পড়ে। দুলতে থাকে ঘড়ির পেণ্ডুলাম। পর্দায় ছায়া পড়ে অসহায় শিশুদের। ছায়া পড়ে ধর্ষকামী মানুষেরও।

'শিশুরা ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দিতে দিতে ছিঁড়ে ফেলবে আঙুলের গিট
পায়ের নীচের বালি সরে যাবে এক ঝটকায়
ধর্ষণের প্রবল ইচ্ছায় যে সব লাইফবোট ফুঁড়ে উঠবে হঠাৎ
তারা দেখবে তাদের সন্তানদের ঘুনসি গুঙরে উঠছে ফেনায়,
.....

ধরতে হবে এই সময়কে। প্রত্যেকটি খাঁজ, উঁচিয়ে থাকা হার্পুন, চেরা লকলকে জিভ, বীভৎস দানবীয় চিৎকার, ভয়ঙ্কর নিস্পৃহতা, পাশ কাটিয়ে চলার ভঙ্গি -এ সমস্ত কিছুই আজ গেঁথে তুলতে হবে কবিতার শরীরে, আত্মায়। বর্তমান বস্তু-বিশ্ব এক অনতিক্রম্য নিষ্ঠরতার ধারাবাহিক স্রোতের ভিতর দিয়ে চলেছে। কবিকেও বড় বেশি আক্রান্ত করে এই স্রোত। তিনি তার পূর্বসুরিদের তুলনায় আরো বহুমাত্রিকভাবে পালটে ফেলতে বাধ্য হন ফর্ম। উদ্দীপিত হন শিল্পের ভাষাকে সময়োপযোগী করে তুলতে। ভূগর্ভ, ভূখণ্ড ও ইথারে জেগে থাকা সমস্ত শরীর, মন বা যাবতীয় বস্তুকণা গেঁথে চলে ভাষা। সমস্ত কবিজীবন ধরে চলতে তাকে ভাষা নির্মাণ আর বিনির্মাণ।

তার মনে হয় সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে আত্মসাৎ করতে পারলেও, মানুষের ভাষায় কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকে যায়, সংযোগস্থাপনের ফাঁক। নানা সংকেত, অজানা ভাষা, অনির্দেশ্য ইশারার মর্মার্থ ধরার এক প্রবল আর্তি ছুটিয়ে মারে কবিকে।

'আমাদের শিখতে হবে কাঁকরের ভাষা, পাথর আর খণ্ডবালির ভাষা
হাওয়ায় হাওয়ায় খসে পড়া পাতাদের জ্যামিতিচিহ্নগুলো উদ্ধার করতে করতে
আমরা নেমে যাবো সমুদ্রগর্ভে, বাষ্প আর বাষ্পহীনতার জাল ছিঁড়ে
ছুটে আসা সমস্ত কুয়াশালিপি, সমস্ত শোকবার্তার সংকেতব্যূহ
পাঁজরে সেঁটে যাবে আমাদের।'

নাদিন গর্ডিমার বারবার তাঁর লেখায়, বক্তব্যে যে 'ইনওয়ার্ড টেস্টিমনি' বা অন্তর্জগতের বয়ানের কথা বলেছেন, অন্তর্জগতের সাক্ষ্যের কথা বলেছেন, একজন কবিকে, একজন সৎ লেখককে সমগ্র জীবন ধরে সেই কথাই বলে চলতে হয়। তাকে, মানুষের অন্তর্জগতের কথা, ইতিহাসের এমনকী এই জড়বিশ্বের অন্তর্জগতের কথাও বলে যেতে হয়। যে ঈশ্বরকে মানুষ তৈরি করেছে। যে ঈশ্বর আজ স্বয়ং হয়তো বা মারণব্যধির কবলে। যার নিস্তার নেই কোনো। সেই কথাও। সেইসব কথাও। কবিকে বলতে হবে আজ।

'রাত আর দিনের আঠালো অন্ধকার, ভারী গন্ধ, ধুলোর নাভিশ্বাসের মধ্যে ধুঁকতে ধুঁকতে আমরা যাচ্ছি লাফাতে লাফাতে, আমি বমি করছি তিরস্কার আর ঘৃণায় ভরা প্লেটে, আমি আলো ছুঁড়ে দিচ্ছি ফাঁসির আসামীর খনিগর্ভ-সেলে, আমি নদীকে মাখিয়ে দিচ্ছি ভোরের প্রথম আলো, আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে আলোয় আলোয় ঝলমল করা সমস্ত মাছ আর জলজ প্রাণ, আর উদ্ভিদ কত দ্রুত ঝলসে একেবারে আংরা হয়ে ওঠে, আর সেই নদী-তীরবর্তী ছোট্ট জনপদের এক যুবক তার কিশোরী-প্রেমিকাকে ফুঁসলে নিয়ে গিয়ে স্টান পৌছে দেয় পাঁচ-তারায়, ছ'-তারায় নাবিক-হাঙরদের সোনা-বাঁধানো দাঁতে। এই ভয়ঙ্কর সুড়ঙ্গ আমি পোখরান থেকে উঠে আসা বিস্ফোরণের মধ্যে টের পেয়েছিলাম, আমি হাই-রাইজ্ থেকে সরাসরি ঝাঁপ দিয়েছিলাম নরকে, ঈশ্বরের জিগরী দোস্ত এক শয়তানের সঙ্গে দাবা খেলতে খেলতে ক্রমাগত সরু আর তীক্ষ্ণ হতে হতে আমি কাসপারভ আর আনন্দকে হারিয়েছিলাম, আনন্দ হারিয়ে আজ আমরা এই মহাকাশ সঙ্গীতের স্বরলিপি রচনা করার দায়িত্ব তুলে দিই তাপ্তি-দেওয়া কোট পরা এক গিটার বাদকের হাতে। গলির মধ্যে গলি, ধাঁ-ধাঁ-র মধ্যে ধাঁ ধাঁ — তার মধ্যে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে আর্কাইভ, লাইব্রেরি, নির্মলেন্দু চৌধুরী আর মল্লিকা সারাভাই।

আমার পিতামহীর খণ্ড-বিখণ্ড হাড়গুলো গুঁড়ো গুঁড়ো মিশে যাচ্ছে আমাদের সমবেত কৃষি আর ভাস্কর্যের তির্যক অবস্থানে।

এই গা-ঘুলিয়ে ওঠা সঙ্গম যাতে আরো দীর্ঘস্থায়ী হয়, যাতে সমস্ত উচ্চপদস্থ আধিকারিক মারিজুয়ানার বসন্ত-বাতাস টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় ঝোপড়ি-পট্টি আর ডি-লুক্স শেরাটনে, যাতে এক বিয়ারের পিপে গড়াতে গড়াতে ঢুকে পড়ে ভূমধ্যসাগরের পেটে, তারপর ফুঁসে ওঠে মাটির পুতুল, টিন-চাপা-পড়া সাদা লম্বা ঘাসের রোঁয়া, আর সেই রোঁয়া থেকে গজিয়ে ওঠে চাপ-চাপ, তীব্র, সস্তা মদের মতো ঝাঁঝালো শীত — যে শীত আমরা প্রার্থনা করি, যে শীত আমরা দ্রুত মিশিয়ে নিই আমাদের শরীরে, গানে, কবিতায়, উত্তুঙ্গ মিলনের শীর্ষ-চূড়ায়।

এক একটা হাত জেগে ওঠে আলিঙ্গন আর ভালোবাসায়, এক একটা হাত জেগে ওঠে পিছন থেকে ছুরি মারার জন্য, এক একটা হাত বাজিয়ে চলে জ্যাজ আর নাইন্থ সিম্ফনি, হ্যাঁ, শোনো, একটা হাত আমাকে জন্ম থেকে তাড়া করে ফিরছে। আমার জন্ম-পূর্ব টুকরোগুলো সে লোফালুফি করে। আমার মৃত্যুর পরেও আমার সমস্ত লেখার হাড় গোড় নিয়ে সে গেণ্ডুয়া খেলবে। আমি জানি আমার কোনো আর্শি নেই, আমি জানি আমার কণ্ঠের তৃষ্ণা ধাতুর পাত্রগুলো শুষে নেয় এক চুমুকে।

এই সে মাঠ যার হাওয়া মধ্যে মেয়েদের ঠমক, বালক কাঁধের মতো এক মিশর-রমণীর কাঁধ, চুরুটের পোড়া গন্ধ, এইড্স-আক্রান্ত ঈশ্বরের কুঁকড়ে যাওয়া দেহ, আর কখনও ভেসে আসা আমাদের মৃত সব মুহূর্তের তলানি দলা পাকিয়ে পেটে যায় প্রচণ্ড শব্দে। এই সে মাঠ যার হাজার মাইল নিচে হামাগুড়ি দিতে দিতে আমি খুঁজে ফিরি গম্ভীর এক হাঙরের ফসিল, ভাঙা জাহাজের দেওয়ালে নাবিক ও যাত্রীদের শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তের নিঃশ্বাস। সেই নিঃশ্বাস-ঢেউ আর ফেনার মিলিত ধাক্কাগুলো সাদা, রক্তহীন, ঠাণ্ডা—আমার হাতে এসে লাগছে, একটু একটু করে জেগে ওঠা আমার মৃত সেই হাত ছিঁড়ে ফেলছে দম্ভের শিকড়, স্তনের মরিয়া উল্লাস, শ্যাওলা ও চাকার ক্রমাগত গড়িয়ে যাওয়া আঠালো গতি, কুয়াশা আর শিলাবৃষ্টির একটানা চিৎকার।'

(এইডস্-আক্রান্ত ঈশ্বর/আমি আবার কথা বলছি/প্রাণেশ সরকার)

আত্মকথন ১৪.০২.২০১০

শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস

শীত চলে যাচ্ছে এমন দুপুরে —
স্যার বলে যাচ্ছেন, ভেনিসের পথে এন্টনিও
ধুলো উড়িয়ে বুঝতে চায় বাতাসের গতি,
পণ্য ভরা জাহাজ কেমন ছুটছে ...

এমনি কোন আনমনা দুপুরে —
স্যার বলে যাচ্ছেন জাপানের উন্নয়ন ইতিহাস,
'যায়বাৎসুদের' ভূমিকা অথবা প্রতিযোগিতার বাজার

কোথায় পার্থর শান্তি, কবির সূর্যতপা
ছুটেছি অন্য শব্দের খোঁজে রামানন্দ ছদ্মবেশে
নেই মজনু মোস্তাফা
তাল বাগানে সন্ধ্যা নেমেছে নেশার টানে শূণ্যতায়
কেটেছে আমার কলেজ দিন বড় অবহেলায়।

কলেজের সু-উচ্চ থাম জড়িয়ে বয়সলতা
গাছেরা কি টের পায় পাতা ঝরার ব্যথা
কার্নিশের খোপে খুঁজি যৌবন দ্যুতি
ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়া পায়রাদের কলহ এবং খেলা।

স্যার

রুণু ভট্টাচার্য্য (১৯৫৭)

স্যার আপনার কথা হঠাৎই মনে পড়ল। কেন যে মনে পড়ল তা বলতে পারবো না। আপনি তো খুব ছাত্রপ্রিয় ছিলেন না, ছিলেন না সকলের "আইডলও"। সাধারণ ছাত্ররা তো আপনার ক্লাস না করতে পারলেই খুশী হতো। কেন? ক্লাসে যে আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন! আর উত্তর দিতে না পারলেই বাক্যবাণের বণ্যা। কলেজ ছাত্র বলে রেহাই ছিল না। আপনার কথা অনেক শুনেছি কলেজে যাবার আগেই। নম্বর আপনার হাত দিয়ে গলে না, ওটা দিতে খুব কষ্ট, যেন আপনার পৈতৃক সম্পদ। একবার ফাস্ট-ইয়ার থেকে সেকেণ্ড-ইয়ারে প্রমোশন পেলো না বেশির ভাগ ছাত্র— সে শুধু নাকি আপনারই জন্য! কেন? ইংরেজী তো আপনারই সাবজেক্ট। পাশই করতে পারেনি যে!

সেদিন রাতের বেলা আপনার বাড়ির আশপাশ থেকে আপনার শশিভূষণ নামের অপভ্রংশের বিকৃত চীৎকার "এই পাশে", "শশে—", 'বেরিয়ে আয়, মজা দেখাচ্ছি' ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আপনিও তাড়াতাড়ি দরজা খুলে জোরে জোরে বলতে থাকেন - "হে আমার স্বর্গগত পিতৃদেব আসুন, আসুন সশরীরে দেখা দিন, আসন গ্রহণ করুন। ইংরাজিতে পাশ করিতে পারেন নাই তো?

আপনার সম্পর্কে একটা ভয়-ভাবনার অনুভূতি নিয়ে দুরু দুরু বক্ষে ইংরাজী ক্লাসে উপস্থিত হলাম। দূর থেকে এক ঝলকে দেখলাম আপনাকে। মধ্যবয়সী মাঝারি উচ্চতার ছিপছিপে চেহারা। মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা। পরণে, ফিকে জাম রঙের পাঞ্জাবী আর ধুতি। চোখে মোট ফ্রেমের চশমা। শুনেছিলাম আপনার একটা চোখ পাথরের। কিন্তু ডানদিকের না বাঁদিকের তখন সেটা বুঝতেই পারিনি, কারণ আপনার সম্পর্কে পূর্বশ্রুত ভীতি।

আপনি পড়াতে শুরু করলেন - কীটসের "Ode on a grecian urn" - আপনার তীক্ষ্ণ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সারা ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো —

" Ah happy happy boughs that can not shed,
your leaves, nor ever bid the spring Aden".....

তন্ময়তা ভাঙল পিরিয়ড শেষের ঘন্টা ধ্বনিতে। তারপর একে একে এলেন ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, শেলী, কোলারজ, আর তার সঙ্গে এলো অলংকার ছন্দের দোলা, লিরিক, ট্রোকি ইত্যাদি। ছন্দ অলংকার, ভাব, কল্পনার, চিত্রময়তার সম্মোহনে সম্মোহিত - তবু আমরা নত নয়না। আপনি মেয়েদের নাম জানতেন না, তাই আনত নেত্রা হলে আপনার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না এই বোধ ঐ মুগ্ধতার মধ্যেও মনের মধ্যে কাজ করতো। সেজন্য প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হ'তে হ'তো ছেলেদেরই, আর বাক্যবানের তীক্ষ্ণতা সহ্য করতে হ'তো। তাই তিনি ছাত্রপ্রিয় হ'তে পারেননি।

ইতি মধ্যে অনেক সময় বয়ে গিয়েছে। মফঃ স্বল শহরটির গায়ে অনেক পরিবর্তনের ছাপ। অশোক, তমাল, শিরিষ দেবদারু ঘেরা বহু প্রাচীন কলেজ ক্যাম্পাসের প্রশান্তির মাঝে প্রফেসর স্টাফ্‌দের ফ্ল্যাট, কোয়ার্টার, হোস্টেল ইত্যাদির জটলা। সেই আশ্রমিক পরিবেশ আর নেই। কলেজ জ্বলছে ছাত্রবিক্ষোভে। আর তখনই আপনি স্যার প্রিন্সিপাল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন শক্ত মেরুদণ্ডীর এক মানুষ।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমাকে সেই সময়ে কলেজে যেতে হয়েছিল। দরজায় নেমপ্লেট - ডঃ শশিভূষণ মুখার্জী এম.এ.পি.এইচ.ডি. (ক্যাল)। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম চুলে পাক ধরেছে, মুখে ক্লান্তির ছাপ। মাথা নীচু করে খিখছেন। দরজার বাইরে থেকে 'May, I come in Sir" বলার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এল সেই তীক্ষ্ণ সুমিষ্ট স্বরে 'Please come in' প্রণাম করে বললাম স্যার আমি আপনার অনেকদিন আগেকার ছাত্রী। আপনার শেলী কীটস্ পড়ানো আজও ভুলিনি স্যার। আপনার জন্যই ইংরাজী সাহিত্যকে ভালোবেসেছি। আজও কানে বাজে আপনার কণ্ঠস্বর "Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter' - আমি এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলেফেলি। আপনি অসম্ভব বিচলিত হয়ে আমার হাতদুটো চেপে ধরে বললেন - 'তুমি বলছো! তুমি বলছো একথা। তোমার এত ভালো লাগতো আমার পড়ানো যে আজ এতদিন বাদেও তুমি তা ভোলো নি।

তুমি আমায় বাঁচালো। আমার মনোবল ফিরিয়ে দিলে। তুমি একবার ওদের সামনে গিয়ে একথা বলবে?' আর বলতে বলতে আপনার ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগলো চোখের জল গড়িয়ে পড়ল, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বার বার বলতে লাগলেন, 'আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।' তারপর আর আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। তবু আজও সেই তীক্ষ্ণ সুমিষ্ট স্বর কানে বাজে —

'Our sweetest songs are those
That tell of sadest thought.'

(গল্পের প্রয়োজন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত ফইণভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নামটির পরিবর্তন করেছি এবং কলেজটি আমাদের কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজ।) ।। *লেখিকা* ।।

ফিরে ফিরে চায় কলেজ জীবন

প্রাক্তনী মিতা দে

স্মৃতি মততই মধুর। এই মধুর সরণি বেয়ে আসে কত কথা। মাঝে মাঝে চোখ বুজলেই একটা চিত্র মনের গহনে ডুব দিয়ে ভেসে ওঠে। একটি মেয়ে ব্যাগ কাঁধে, হাতে মোটা একটি বই আর খাতা নিয়ে এস্তপদে পাত্রমার্কেট, ইউ. বি. আই. এর পাশ দিয়ে খ্রিষ্টান পাড়ার মধ্যে দিয়ে প্রায় চিন্তান্বিত মুখে এগিয়ে চলেছে ১০:১৫ মিনিটের হিস্ট্রি অনার্সের ক্লাসটি করতে। গভর্ণমেন্ট কলেজের মূল বিভাগের পাশে যে ছোট ছোট মোরগুলি ছিল, তারই কোন একটিতে হত এই বিশেষ ক্লাসগুলি। কখনও B.D. / S.M., কখনো N. D., অথবা কখনোবা A.B বা S. D -এর পড়ান, নোট দেওয়া আমাদেরকে প্রায় সচকিত ও তটস্থ করে রাখত। যেহেতু আমার কোন গৃহ শিক্ষক ছিল না অনার্সের ক্ষেত্রে, তাই স্যারদের নোটসই মূলত:", ছিল আমার একমাত্র ভরসা। এছাড়াও বাড়ীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা তার আমাদের সুপ্রাচীন কলেজ লাইব্রেরীর সঠিক আশ্বাস ও অপর্যাপ্ত বইয়ের ভাণ্ডার আমাকে জীবনে এগিয়ে চলতে দিশার সন্ধান।

কখনই ভুলবানা, বিনয় বাবু, সুধীর বাবুদের সহাস্য বদনে আমাদের উৎপাত সহ্য করার অবিরল সহানুভূতি ও সহমর্মিতার কথা। কতদিন লাইব্রেরীর কাজ করতে করতে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে উপরের Study room এ আমরা কয়েকজন বসে পড়ছি বা কিছু লিখছি। লাইব্রেরীর ঘর বন্ধ করার সময় হয়ে গেলেও ওঁরা কখনও কোনদিনই বিরক্তি প্রকাশ করেননি। অনেকসময় প্রয়োজন বোধে নিজেরাই এগিয়ে এসে নির্দিষ্ট বইটি খুঁজে পেতে সহায়তা করেছেন। কোন কোন দিন বিনয়বাবু তাঁর সাইকেল নিয়ে আমাদের পাশাপাশি হেঁটে অনেকটা এগিয়ে দিয়ে ওঁনার ঘূর্ণীর বাড়ীতে ফিরে গেছেন, এদের বাগানের পরিধিও যথেষ্ট দীর্ঘনীয়।

তখন কলেজ গেট পার হলেই ছিল স্যারদের স্টাফরুম। ওই রুমের পাশেই ছিল কমনরুম, ছিল লম্বা করিডর ধরে প্রথম ঘর ১নম্বর হল। যেখানে বেশীরভাগই আমাদের পাশের ক্লাসগুলি হত। পাশের ক্লাসের কথা মনে হলেই দীপক বাবুর পড়ানোর কথা মনে হয়। উনি রাষ্ট্র বিজ্ঞানের 'Indian Constitution এর part টি পড়াতেন। ওঁনার অতসুন্দর বোঝানোর ক্ষমতা অতি সহজেই সকলেরই শ্রদ্ধা আদায় করে নিত। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্যারের সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড় ও মধুর ছিল। স্যার আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন বা নোট দেখে দিতেন যখনই সময় পেতেন। এই বিভাগেরই R. B (রবীনবাবু) R.C (রথীনবাবু) S. D. (স্বাধীনবাবুকেও আমরা পেয়েছি ছাত্র-ছাত্রী দরদী অধ্যাপক হিসাবে। এঁরাও আমাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও স্নেহপ্রবণ ছিলেন।

বাংলা বিভাগের অত্যন্ত বরেণ্য স্যাররা ছিলেন করুনাময় বাবু, অমিতাভ বাবু, অরুনবাবু, মিহির বাবু, প্রমুখ, এঁদের বিদগ্ধ পাঠদান মনে রাখার মত। M. K. M. আমাদের ছন্দবোধ ও অলঙ্কার চিহ্নিতকরণ শেখাতেন। এঁদের ক্লাস করতে করতে মনে হত, শেষ হয়ে হইল না শেষ।।

ইংরাজী R. C. -র কাছে পড়েছি। শিখেছি অনেক কিছুই, এছাড়া নিলেন অরুণবাবু, S.K. M, P. G. B. শ্যামল বাবুরা বহুদিন ধরেই কলেজের ইংরেজী বিভাগের পঠন-পাঠনের দায়িত্বে থেকে এই বিভাগকে সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল করে গিয়েছেন, আমার দিদি ইংরাজী বিভাগে ছিল, তার সময়েও সরকারী কলেজের নিয়মানুসারে অনেকে দুইবারও এই কলেজে বাতিল হয়ে আসতেন।

অর্থনীতিতে বিভাগে আমাদের সময়ে এরা দুইটি উল্লেখযোগ্য নাম হল P.L.S. (পান্নালাল বাবু, আর বিনয়বাবু) দুই জনেই স্থানীয় ছিলেন। ভীষণ হাসিখুশী ও মিশুকে স্বভাবের অধ্যাপক ছিলেন।

দর্শন বিভাগের A.B. (অজিতবাবু) খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। শিক্ষার্থী মহলে উনি ছিলেন অত্যন্ত কাছের লোক। আমাদের যে কোন প্রয়োজনে স্যার সহাস্যবদনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন, এঁদের কাছে পড়ার সুযোগ পেয়ে আমরা অত্যন্ত গর্বিত, ঋণবদ্ধও সমৃদ্ধ।

অমাদের কলেজের অফিসের যেসব ব্যক্তিরা ছিলেন তারাও আমাদের নানাভাবে নানাসময়ে বহু সমস্যার নিরসন করেছেন, তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আমাদের সময় অনার্সেরও পাশ কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা দারুণ মেলবন্ধন ছিল, পাস কোর্সের ছাত্রীদের মধ্যে খুব মনে পড়ে, চৈতালী, রাজশ্রী, সুতপা সুরমা, অর্চনা, কৃষ্ণা, বর্ণালী, পাপিয়া, হিল্লোল, পল্লব, সুফল, শিবু, মানস আরও অনেকের মুখচ্ছবি। স্মৃতির ঝাঁপি খুললে যে কত মুখ মনের দুয়ারে এসে ভিড় করে দাঁড়াবে তার কোন ইয়ত্তা নেই। Off period এ আমাদের মজা করার, গল্প করবার প্রধান জায়গা ছিল, কলেজের সামনের বড়গাছটির গুড়ির উপরে বসে বা কলেজের আনাচে কানাচে বা লাইব্রেরীর সামনে।

তখন আমরা পরস্পরের ছোটোখাটো আনন্দ অথবা বেদনার শরিক হয়ে কখনও বা আনন্দে উদ্বেল হয়েছি, কখনও ব্যথায় দীর্ণ হয়েছি। তাতে আনন্দের পরিমাণ বেড়েছে অন্যদিকে ব্যথার তীব্রতা অনেকটাই কমে গিয়েছে।

আজ জীবনের এই সন্ধিক্ষণে এসে, এই কথা আবার নতুন করে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, এই কলেজ আমাদের মাতৃসমা, "আবার যদি ইচ্ছা করি" — জীবনচর্চা ফিরে পেতে, দুচোখে একরাশ প্রত্যাশা নিয়ে চরৈ বেতি মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে নতুন 'জীবনপুরের পথিক' হতে, উত্তরসূরী হিসাবে সামাজিক দায়বদ্ধতার কিছু ভার লাঘব করতে, স্বপ্নের পাখির ডানায় ভর করে পাখা মেলে দূর দিগন্তে উড়ে যেতে।

কিন্তু হায়, যা যায় তা যায়ই। তাই পরমেশ্বরের কাছে কায়মনো বাক্যে এই প্রার্থনা করি যে, পরজনোম "তোমায় নতুন করে পাবো বলে" — এই আশা দৃঢ় হোক। সেই সময় যাঁরা আমাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন, আজো আছেন আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে শ্রদ্ধাবান হয়ে, যাঁরা আমাদের মাঝে নেই, তারা যেখানেই থাকুন তাদের আশিষধারা আমাদের উপর বর্ষিত হবেই - এই প্রত্যায় আমাদের নতুন বৎসরের চলার পথের একান্ত পাথেয় হোক - এই আশা পোষণ করে আমার ফেলে আসা মধুর জীবনের কথার এখানেই ইতি টানলাম।

প্রজন্ম

রুণু ভট্টাচার্য্য

রোজ ভোর বেলায় বেড়াতে যাই
সংগে চলে হাত ধরে ছোট্ট টুকুন।
আমি বড়ো বড়ো পায়ে চলি এগিয়ে
সে চলে ছোটো ছোটো পায়ে
থেমে থেমে।

তার অবাক চোখ হলুদ পাখির ডানায়
পুকুরের জল ছবিতে মশগুল।
কখন সে আসবে ভেবে থমকাই
আর দাঁড়াই।

হাওয়ায় অবাধ্য চুল উড়িয়ে সে আসে,
তার হাত ধরি নরম নিটোল।
রোদ চিক্ চিক্ চোখ আদর মাখা
আধখোলা পাঁপড়ি ঠোঁট,
হেসে বলে 'কেন আমার হাত ধরো?
আমি তো এখন হয়ে গেছি বড়ো,
হাঁটতে পারি একা একাই।'
অকস্মাৎ এক বিস্ময়কর স্তব্ধতার
মহাসমুদ্রের মোহনায় পৌঁছে গেলাম,
গতি নেই, স্রোত নেই, উজান নেই,

নেই ভাঁটার টান।
শুধু অনন্ত শূন্যতা-বিশাল।
আমার ছোট্ট টুকুন এখন অনেক
বড় হয়ে গেছে .....

ঝোপ, ঝাড়, খানা, খন্দ চড়াই উতরাই
পার হতে পারবে একা একাই।
ও আমার হাত আর ধরবে না
আমিই ধরবো তার হাত
শক্ত সবল।

দিনের পরে দিন যে গেল

প্রাক্তনী মানসী দে (ইংরাজী বিভাগ)

আশির দশকের গোড়ায় আমরা কয়েকজন হাতে গোনা
ইংরেজী অনার্সের তরুণ-তরুণী
দুইচোখে নিয়ে এক বিশ্লেষণী
মন আর চোখভরা অনুসন্ধানী,
দৃষ্টি, জীবনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসে দাঁড়ালাম
দুই-হাত বাড়িয়ে এই ঐতিহ্যবাহী কলেজের দুয়ারে,
ভীত কম্পিত এস্তপদে।

মনের কোণে উঁকি দেয় নিরন্তর একটাই
প্রশ্ন, পারব তো সঠিক গাট ভিড়াতে এই
নবীন জীবন - তরণী।
তারপর বাঁকে বাঁকে প্রতি পদে বেয়ে চলে
কত সময়ের সারণি,
কত কত আশার মেঘ সোনার বরনী।

ছুটে ছুটে বেড়াই আমরা ক্লাস থেকে
ক্লাসে, লাইব্রেরী আর কলেজের
এদিকে - ওদিকে, দুলিয়ে আমাদের শিথিল বেণী
উচ্চস্বরে কথা বলি, হাসি জোরে, খাই বেজায় বকুনি,
তবুও তো বন্ধ হয় না আমাদের ছেলে
মানুষির টগবগানি।

আজও কানে ভেসে আসে তাঁদের দ্রুত চরণধ্বনি,
শুরু হল ক্লাস, শুনি ওই ঘন্টাধ্বনি।

জীবনের ধারা বেয়ে চলে সামনের দিকে
এখন পিছন ফিরে তাকাবার দিনগুলি গুনি
স্মৃতি মেদুরতার ভারে আপ্লুত আমি,
আজ শুধু দিনগুলি মোরভরনী।

হৃদয়াকাশে থাক মোর নিভৃত নেপথ্য চারিনী,
আমার স্নেহময়ী জননী
তুমিই তো আমার হৃদয় - হরণী।

প্রথম পর্ব : সমাজ ও শিক্ষক

ধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস (প্রাক্তন ছাত্র ১৯৫৫-১৯৫৯ ও শিক্ষক)

সবল দেহে সচল মন
দেশের মানব সম্পদ মূল্যবান।
সে সম্পদ করেন উৎপাদন
দেশের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ।
শিক্ষার উপকরণ আর বাতাবরণ
করে দান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।
সেই উপকরণ আর বাতাবরণ
লাগে মানুষগড়ার কাজে।

শিক্ষক একাধারে ঝাড়ুদার
অন্যদিকে কৃষক ভাই —
কচি-কাঁচার মনে জমা
অশিক্ষা-কুশিক্ষার আবর্জনা
করেন পরিষ্কার শিক্ষকগণ।
নির্মল কচি-কাঁচা মনে
করেন বপন পরে
জ্ঞানের বীজ নব নব
ফলাতে জ্ঞানের ফসল
ছাত্রগণের নির্মল মনভূমে
দেশ আর জাতির কল্যাণে
ফলায় ফসল যেমন
দেশে দেশে কৃষকের দল
পরিষ্কার কর্ষিত ভূমে।

নিষ্ঠা আর মননের ফলে
বাড়ে দিনে দিনে
ছাত্রের নির্মল মনে
জ্ঞানের নবীন তরু
শিক্ষকের লালন-পালনে
আর তাঁর জ্ঞানের কিরণে।

ছাত্রের কচি-কাঁচা মন
করেন শিক্ষক রক্ষাবেক্ষণ
সদা, বাগানের মালীর মতন।
জ্ঞান-তরু বৃদ্ধির কারণ
করেন দান শিক্ষকগণ
তথ্য আর তত্ত্ব সার
যখন যেমন হয় প্রয়োজন।
যেসব উত্তেজনার আলোড়ন
করে কত ক্ষতি সাধন
কচি-কাঁচার কোমল মন -
ঝড়-ঝঞ্জা-কটী দংশন সম
করেন তাদের নিবারণ
শিক্ষকগণ, দক্ষ মালীর মতন।

শিক্ষকের তথ্য আর তত্ত্ব আলোচনায়
করে ছাত্রগণ গ্রহণ
ধ্যানধারণা কত ধরণ,
তাঁদের চিন্তায়-মননে
পুষ্ট হয় ছাত্রগণের মন।
শিক্ষকের জ্ঞানের কিরণে —
ক্রমে দিনে দিনে —
ছাত্রের সজীব আর পুষ্ট মন
তখন সহজেই করে অর্জন
জীবনে চলার পাথেয়
যার যেমন প্রয়োজন।
জীবন সমরাঙ্গনে তারা
হয়-না কখনো দিশেহারা —
সমস্যা সমাধানের পথ
আর উপায়ের সন্ধান
করে মনের আলোয়
অন্যের সাহায্য ছাড়াই।
দেশের বিদ্যার্থীগণের মনে
সেই শক্তি-সাহসের জাগরণ
শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য প্রধান।

শিক্ষার সেই উদ্দেশ্য সাধন
হয় দেশের কল্যাণের কারণ —
গড়ে শিক্ষকের কর্মের
স্বীকৃতির মহান সোপান
আর শিক্ষায়তনের সুনাম।
সেই উদ্দেশ্য সাধন বিহনে
কী বিপর্যয় যে আনে
তার সম্যক জ্ঞানও
শিক্ষকগণ করেন দান
নানা বিষয় জ্ঞানের সনে।

শিক্ষকের প্রযত্নে বিদ্যানিকেতনে
সত্য আর জ্ঞানের আলোকে
ওঠে ফুটে দিনে দিনে
কত বিচিত্র বর্ণ শোভায়
সত্য-সুন্দর-মঙ্গলময়
কত শত সুনাগরিকের মন —
করতে আলোকিত সমৃদ্ধতর
দেশের মানব জীবন।
আন্যায় - অপরাধ - লোভ
করতে পারে না - জয়
সত্য-সুন্দর-মঙ্গল আলোকে
সেই জাগ্রত সুনাগরিকের মন।
সেই কল্যাণ কর্মের কারণ
পান দেশের শিক্ষকগণ
সমাজের শীর্ষ স্থানে
পরম শ্রদ্ধার আসন।

দ্বিতীয় পর্ব :

বড়ই দুঃখের কারণ
হয়-না সৃজন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখন
দেশের নাগরিকের তেমন মন।
কত ভিন্ন এখন
শিক্ষাঙ্গনের বাতাবরণ,
ছাত্রশিক্ষকের মন —
রাজনীতির ঘূর্ণীঝড়ে ছিন্নভিন্ন।
নিয়েছে সেখানে বিদায়
জ্ঞানার্জনের বাতাবরণ
ঘটেছে সেখানে আগমন
দলীয় রাজনীতির কোলাহল —
আর উত্তেজনা কতরকম
ছাত্র শিক্ষকদের জীবনে আজ।

পায়না ছাত্রদল শিক্ষানিকেতনে আজ
মহৎ জীবনের কোন উপাদান —
করে কেবল আহরণ
স্বার্থসিদ্ধির কিছু উপকরণ —
যেন-তেন প্রকারেণ।
করেন শিক্ষকও সেখানে
কেবল দিনগত পাপক্ষয় —
পারেন-না জ্বালাতে আর
জ্ঞানের দীপশিখা তেমন
ছাত্রদের নবীন মনে
আপন জ্ঞানের কিরণে।

ছেড়েছেন শিক্ষকগণ এখন
ভালোমন্দ-ন্যায়-অন্যায় বিচারের
নিরপেক্ষ আসন —
হয়েছেন উৎসাহী সেলস্‌ম্যান
রাজনীতির প্রাঙ্গনে এখন।
শিক্ষকের বিদ্যাবুদ্ধি সজাগ মন
বিচার - বিবেচনা জ্ঞান
করে-না উন্নত এখন
শিক্ষায়তনে শিক্ষার মান —
করে সন্ধান অনুক্ষণ
বাড়তি লাভের কারণ
কোথায় আছে কেমন।
শিক্ষকের ভয়ভাবনাহীন চিত্ত
উচ্চে উন্নত শির
সত্যে অনড় মন
মানমর্যাদা জ্ঞান
করেনা আলোকিত এখন
ছাত্র অভিভাবকের জীবন।
সেসব গুণের অভাবে
বাড়ে-না এখন তেমন
ছাত্রের নৈতিক গুণ —
হয়না গঠনও তেমন
সুনাগরিকের চরিত্র ও মন।

পান-না শিক্ষকগণও তাই
সমাজে শ্রদ্ধার আসন —
জোটে ভাগ্যে কখনো
অনেক প্রকার অপমানও।

শিক্ষক আর শিক্ষার অধঃপতন
আনে দেশে ডেকে
কতরকম সর্বনাশের কারণ।
এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়
এক বিদেশী মনীষীর বচন:
কোন জাতিকে চিরতরে
পদানত রাখার উপায়
শিক্ষা আর শিক্ষক সমাজের তার
যদি সর্বনাশ ঘটানো যায়।

পায়-না ছাত্রদের বিকচ মন
আত্মশক্তির সন্ধান তেমন
দেশের শিক্ষানিকেতনে এখন
তাই আত্মশক্তিহারা ছাত্রদল
খোঁজে নিরাপদ আশ্রয়
রাজনৈতিক দলের ছায়ায়
জীবনে দাঁড়াবার আশায়।
পূর্ণ সুযোগ তার
করে এখন গ্রহণ
দেশের কত স্বার্থান্বেষীগণ।
করে তারা রচনা সুকৌশলে
আত্মশক্তিহারা ছাত্রদলের মনে
স্বপ্ন পূরণের মোহজাল
দেশের রাজনীতির আঙিনায় —
সাধিতে তাদের মনের সাধ।
ছড়ায় তারা উত্তেজনার আগুন
কতরকম অছিলায়
শিক্ষায়তনে যখন-তখন।
হয় সে-আগুনে দগ্ধ
কত ছাত্রের কচি মন —
আর শিক্ষার শান্ত বাতাবরণ।
ওঠে - না ফুটে ক্রমে
সেই দূষিত পরিবেশে
জ্ঞান মুকুল ছাত্রের মনে —
যায় শুকায়ে তারা আকালে
শিক্ষাদান ভোগে বিফলতায়।

হবে-না কোন দিন ছাত্র শিক্ষকগণ
কোন রাজনৈতিক দলের সেবক —
হবেন নিরপেক্ষ নির্ভিক সমালোচক।
করবেন বিচার বিশ্লেষণ
সকল প্রকার কাজের ধরণ
রবেন তারা সদা সচেতন
অতন্দ্র প্রহরীর মতন —
হবেন ভালো কাজের সমর্থক —
মন্দ কাজের বিঘ্নকর।
ছাত্রদলের নির্মল-সজীব মন
শিক্ষকের জ্ঞান-বিদ্যাবুদ্ধি কিরণ
হবে তখন সমাজের বর্ত্তিকা মতন
করবে সদা উদ্ভাসিত
সমাজে জ্ঞান কর্মের বাতাবরণ।
ছাত্র শিক্ষকের সেই ভূমিকা পালন
করবে দেশে সুদৃঢ়
গণতন্ত্রের বুনিয়াদ তখন।

শিক্ষকের জ্ঞান আর সত্যনিষ্ঠ জীবন,
জ্ঞানের প্রতি ছাত্রের মোহ জাগরণ
ফিরাবে পুন: তখন
সুনাগরিক গড়ার বাতাবরণ
দেশের শিক্ষায়তনের ভিতর।
হবে কত সুরক্ষিত তখন
বহু লালিত স্বপ্ন সম —
ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ জীবন।
শিক্ষকও পাবেন ফিরে
কর্মে সাফল্যের আস্বাদন
আর সমাজে শ্রদ্ধার আসন।

এটি কবিতা নয় - যুক্তির ঝর্ণাধারায় চিন্তার প্রতিফলন

নামকরণ

শিবনাথ চৌধুরী

শীতের সকালে কোলকাতা যাওয়া বড়ই হ্যাপা। লেপের থেকে উঠে স্বর্গগতা মার নির্দেশ মেনে বিবস্ত্র হয়ে প্রাতঃকৃত্য সারাই কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। তবুও যেতে হবে। শত অসুবিধাতেও তো কর্তব্য কর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। যদিও লাইন দিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে যাবার ঝুঁকি এ বয়সে নেওয়া কঠিন বিবেচনা করেই প্রাইভেটেই আজকাল কোলকাতা যাওয়ার একমাত্র যান বিবেচনায় যাত্রা শুরু করি। ভালই যাচ্ছি, হাইওয়ে যদিও খানাগর্তে ভরপুর। একেই সাপের মত এগোচ্ছে গাড়ি। হঠাৎ দূরে থেকেই চোখে পড়ল এক জটলা। এক দোকানের সামনে অনেক মানুষের ভিড়, চিৎকার, রোখারুখি, অশ্লীল বাক্য বাণও বর্ষিত হচ্ছে। অবশ্য গোলমালের আসরে ওটি চাটনীর মতই আবশ্যিক বিষয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। যাচ্ছি কাজে ওসব দিকে মন না দিয়ে চলে যাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু চোখের সামনে একজনের উপস্থিতি এবং গোলমালের মধ্যমণি দেখে চক্ষু কপালে ওঠার জোগাড় হয়ে গেল। এখানে কেন? গাড়িটির গতি মন্থর করবার নির্দেশ দিয়ে বিষয়টি নিয়ে চিন্তার জাল বুনতে শুরু করলাম। সুখেন আমার প্রিয়পাত্র, আপনজন। ওকে সাতসকালে এভাবে এমন জায়গায় দেখতে পাব তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার। ও যে প্রতিবাদী, সৎ, বিরল চরিত্রের যুবক হিসাবেই আমার হৃদয়ের অনেকটা জায়গা কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু সুখেন এখানে? এক মুহূর্তে যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল।

বিষয়টি অনুধাবন করবার চেষ্টা করছি। এইটুকু বুঝলাম সব বিতর্কের মধ্যমণি আমার একান্ত বিশ্বাসভাজন অনুগত সুখেন। জটলা, তর্কাতর্কি যে অনেকক্ষণ ধরেই হচ্ছে, তা সুখেনের গলার স্বর শ্রবণ করেই উপলব্ধি করলাম। অনেকেই সুখেনকে নিগ্রহ করতে এগিয়ে আসছে। সুখেনও ছাড়বার পাত্র নয়। দু একজন সুখেনকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছে। সুখেন বেপরোয়া। সুখেনের আচরণ আমাকে ব্যথা দিচ্ছিল। গাড়ী থেকে নামতে গিয়েও নামতে পারলাম না, সুখেনের মুখে কয়েকটি অশ্লীল কথা শুনে। আমি এ বদ্ধ গলিত পরিবেশে সুখেনকে উদ্ধার করা সমীচিন মনে করলাম না। যা হচ্ছে হোক! গাড়ী নির্দেশ দিলাম।

এগিয়েছি কয়েক গজ। সামনে থেকে জনা পাঁচেক সন্ডা-গুন্ডা মানুষ দৌড়ে আসছে। একজনের হাতে ধারাল অস্ত্র। ভীত হয়ে পড়লাম। সুখেনের জীবন সংশয়। ও তো আমার কাছের মানুষ। সন্তানতুল্য। ও যদি অন্যায় কিছু করেই থাকে ওকে বিপদে ফেলে চলে যাওয়া তো চরম স্বার্থপরতা বিবেচনায় গাড়ি থামিয়ে নেমে এলাম। দ্রুতপদে এগোলাম অকুস্থলে।

সবাই চেঁচাচ্ছে, শাসাচ্ছে। মেরে ফেলবার হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু বিষয়টি কি স্পষ্ট হচ্ছে না মোটেই। আমি রাস্তা থেকে চিৎকার করলাম —'সুখেন'। গর্জনের সুনাম-দুর্নামের উভয়েরই অধিকারী আমি। কারও মতে আমার গর্জনে অশান্ত পরিবেশ শান্ত হয়, আবার আমার গর্জনে অনেক আপনজন শত্রুত্যে পরিণত হয়। যাক এ পরিবেশ শান্ত হবার নয়, তবুও আমার গর্জন যেন বিদ্যুৎ প্রবাহের মত একটু ঝিলিক দিল।

ভিড় ঠেলে সুখেন এগিয়ে এসে বলে — 'স্যার, আপনি?

—তুমি কেন এখানে?

— আপনি তো জানেন স্যার আমি লোকনাথ বাবার অনুগত।

সুখেন ধার্মিকও বটে। 'রণে, বনে, জলে, জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়বে, আমাকে স্মরণ করবে'— লোকনাথ বাবার এ বাণী সুখেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। লোকনাথ বাবার আবির্ভাব তিথিতে সুখেন বড় ব্যস্ত থাকে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে উৎসবে। উৎসবের দিন শত অসুবিধার মধ্যেও আমার বাড়িতে বাবার প্রসাদ দিতে ভোলে না সুখেন। কিন্তু এ জায়গায় লোকনাথ বাবার কি ব্যাপার ঘটল। জিজ্ঞেস করি তাকে। তাতে গোলমালের কি?

সুখেন আঙ্গুল তুলে চিৎকার করে একটা সাইন বোর্ডের দিকে আমার নজর ফেলবার চেষ্টা করল। ক্ষত-বিক্ষত সাইন বোর্ড। সাইন বোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা—''লোকনাথ লিকার শপ'' নিচে ব্রাকেটের মধ্যে লেখা আছে দেশী মদ পাওয়া যায়।

সুখেনের অপর পক্ষের অভিযোগ সুখেন সাইন বোর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। আবার হম্বিতম্বি করছে।

সুখেন অভিমানের সুরে বলতে থাকল —"বাবা লোকনাথের নামে মদের দোকান এ জিনিস মেনে নেওয়া যায়? —বাবা সৃষ্টির পালক, ধ্বংস ঘরেই তাঁর নাম! এ আমি কখনই মেনে নেব না স্যার।"

বিষয়টা কিছুটা পরিস্কার হ'ল। মদ সমাজের বুকে ঘুণ ধরিয়েছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু দোকানের নামকরণ নিয়ে এমন গোলযোগ হাস্যকর বলেই মনে হল। কিন্তু সুখেনের উত্তেজনা থামছে না। ও এক নিঃশ্বাসে বলে চললো—স্যার জানেন এই এলাকায় কত সংসার এই মদের জন্য শেষ হয়ে গেল। সুখেন আঙ্গুল তুলে একজনকে দেখিয়ে বললো—'ঐ যে লোকটি, জানেন স্যার কত জমি ছিল, ব্যবসা ছিল সব শেষ করল মদের পেছনে। ঘরের বউ পরের বাড়িতে কাজ করছে এখন। লোকটি সুখেনের কথায় বেজায় রেগে এগিয়ে এল - তোর বাপের কি রে? আমার পয়সায় ফুর্তি করি, তোর কি? আমি বললাম 'সবই বুঝলাম, কিন্তু এ সমস্যা মিটানো তোমার একার চেষ্টায় হবে না সুখেন।' সুখেনের এক কথা বাবার নামে মদের দোকান করা চলবে না। সুখেনের কথায় প্রতিবাদ করতে আমার দিকে এগিয়ে এল এক মধ্য বয়স্ক ব্যক্তি-কি করব স্যার? তিনটি ছেলে বি.এ. পাশ করে বসে আছে। কোন চাকরি-বাকরি জোটেনি। সরকার থেকে মদের লাইসেন্স দিয়েছে। দু'জনের নামে করে দিয়েছি। তাতে অন্যায় কি বলুন তো। কিন্তু লোকনাথের নামে মদের দোকান? আমার বাবা লোকনাথ পোদ্দার। তার নামেই দোকানের নাম দিয়েছি। বিনীতভাবে মালিক জানালেন।

সুখেনের তাতেও আপত্তি। ওর বাবার নামেই বা মদের দোকান হবে কেন? মদ সুখেনের কাছে বড়ই অচ্ছুৎ। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এর গুরুত্ব সরকার বাহাদুরের কাছে অসামান্য। শুল্কের ভাণ্ডার পূর্ণ হয় এর থেকে। তাতেই এত রমরমা। সুতরাং এ সামাজিক ব্যাধি ক্যানসারের মত, এ সহজে সারবার নয়।

আমাকে যেতে হবে। গাড়ীর দিকে পা বাড়াতেই সম্মিলিত কণ্ঠে প্রতিবাদ - আমাদের সমস্যা মিটিয়ে দিয়ে যেতে হবে। বিপদে পড়লাম। কি করব ভেবে পাচ্ছি না। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বলে ফেললাম— 'ও নামটা পাল্টিয়ে দেওয়া যায় না?' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন কি নাম হবে? চট জলদি বলে ফেললাম - নাম হোক 'পানশালা'।

কয়েক মিনিট নীরবতা, তারপর সমস্বরে চিৎকার বেশ তাই হোক।
সুখেনের উপর দায়িত্ব পড়ল নতুন সাইন বোর্ড তৈরী করে দেবার।

With Best Complements From :-

Phone : 257104

THE BOOK HOUSE

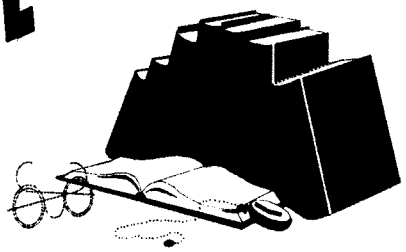

Prop. TAPAS SARKAR

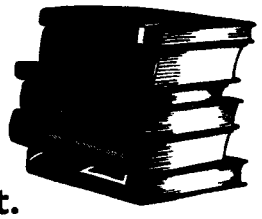

KRISHNAGAR ❑ NADIA
(Beside Mrinalini Girls' School)
All Kinds of Book & Engineering Instrument.

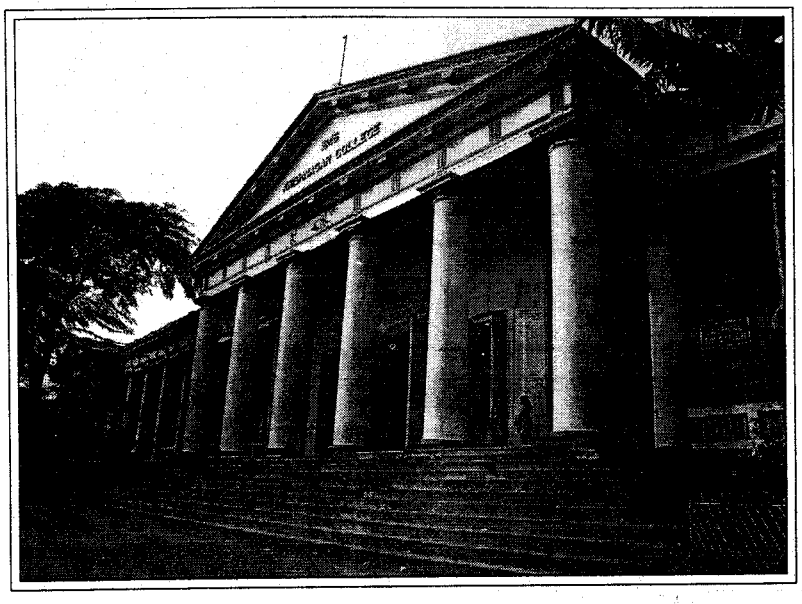

চার তোরণের গল্প

শ্রী ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দত্ত

রোমান মিশরীয় স্তম্ভ শ্রেণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। বিশাল উচু স্তম্ভ, আবার তার মাথাটা ফুলের মত নকসা করা। এই বাহার দেখে গ্রীকদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। গ্রীকদের প্রার্থেনন্ তার উদাহরণ। স্তম্ভশ্রেণীর উপর ছাদ, আবার সেই ছাদের চারপাশে সারিবদ্ধ ভাস্কর্য্যের শ্রেণী। মুগ্ধ হবে না কে? এই গ্রীকদের কাছ থেকেই রোমানদের ধার করা স্থাপত্য বিদ্যা। এবার রোমানরা বুদ্ধি খাটিয়ে সমস্ত স্থাপত্যটা একতলার সমান উচু করে দিল। ফলে নীচের তলায় রাজার অফিস, কাছারি ও কাজের লোক প্রভৃতির থাকার সুন্দর জায়গা হোলো। মাঝখানে - দরবার হল, তার পূর্ব ও পশ্চিমে চারখানা করে ঘর উত্তর ও দক্ষিণে টানা ঢাকা বারান্দা বানানো হলো। প্রাথমিক নকসাটা হলো এইরূপ —

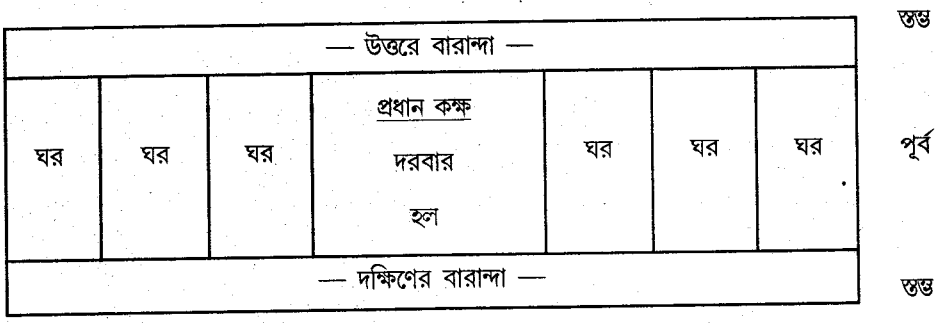

দ্বিতীয় দফা উন্নতির সাথে সিঁড়ির বাহার তৈরী হোলো। প্রধান কক্ষের দক্ষিণ ও উত্তর কেবলমাত্র খোলা। এ জন্য দক্ষিণে একটা চৌকো জায়গা এগিয়ে আনা হোলো এবং তিন পাশে থাকে থাকে সিঁড়ি উঠে গেল।

তৃতীয় দফায় ঐ চৌকো জায়গার উপর ছাদ তৈরী করে স্তম্ভ দিয়ে বাহার করা হোলো। চতুর্থ দফায় ঐ চৌকো জায়গার নিচটা ভরাট না করে গাড়ী দাঁড়াবার রাস্তা করা হলো। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও মুর্শিদাবাদের নবাবের প্রাসাদে এরূপ ব্যবস্থা আছে। তাহলে রাজসিকভাবে সিধা সিঁড়ি দিয়ে দোতলার প্রধান কক্ষে যাওয়া যাবে, অথবা গাড়ি বারান্দার সাহায্যে ভিতর দিয়ে দোতলায় যাওয়া যাবে। তাহলে দ্বিতীয় স্তরের নকসা হোলো এইরূপ —

প্রয়োজন বোধে পূব, পশ্চিম ও উত্তরে সিড়ি নামানো হোলো।

যেহেতু একাধিক লোকের জন্য এই স্থাপত্য, সেহেতু অনেক লোকের খাওয়ার ঘর, রান্না, ভাঁড়ার ও স্নানাগারের দরকার

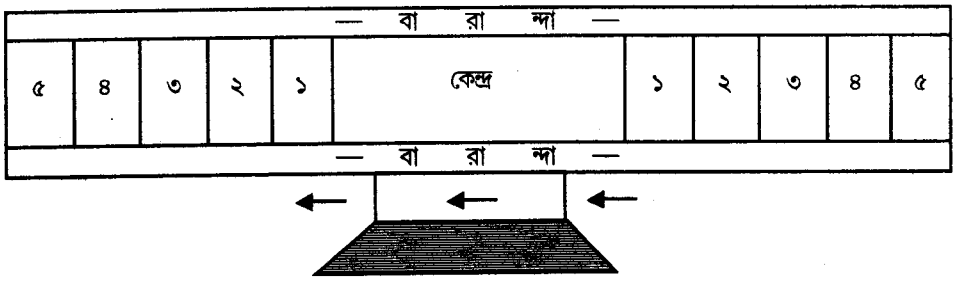

হয়ে পড়ে। ফলে সদর মুখের উল্টোদিকে একসার একতলা ঘর তৈরীর প্রয়োজন হোলো। সিঁড়ির ছাদের মাথায় চতুর্থ স্তরের স্থাপত্যে পিরামিড এর মতো ঢালু ছাদ করে দেওয়া হোলো এবং এর তিন দিকে মানানসই ভাস্কর্য্য বসিয়ে দেওয়া হোলো। রাইটার্স বিল্ডিংএর ছাদে এরূপ আছে।

কৃষ্ণনগর কলেজের স্থাপত্য এইরূপ একতলা ও সামনে অর্থাৎ দক্ষিণে একসার সুদৃশ সিঁড়ি আছে। টাকা থাকলে অবশ্যই নিচের তলা হোতো বোঝা যাচ্ছে। কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশ চন্দ্র ও কাশিমবাজারের রাণী স্বর্ণময়ীর দানে এবং এর সঙ্গে নীলকর সাহেব হিল এর দানে ও স্থানীয় বড়লোক ও ব্যবসায়ীদের অকাতর দানে স্থাপত্যটি গড়ে ওঠে, তবে গাড়ী বারান্দাও যোগ হয়েছে উত্তর দিকে। এর ফলে উভয় মুখী সুদৃশ প্রাসাদ তৈরী হোলো। এছাড়া বৈশিষ্ট হোলো পূর্বে ও পশ্চিমে দুইটি সিঁড়ি নামানো। এরূপ অভিনব নকসা আমার চোখে পড়েনি। যেহেতু কলেজের জন্য অনেক ঘরের প্রয়োজন, সেহেতু প্রধান স্থাপত্যের পিছনে, বা উত্তর দিকে একটা করিডর ফেলে আবার একসার ঘর তৈরী হোলো। এই করিডরের দুই মুখে, অর্থাৎ পূবে ও পশ্চিমে দুটো সিঁড়ি জুড়ে দেওয়া হোলো। এই হোলো চার তোরণের গল্প। রাজারা চলে গেছে ও বণিকদের, রাজনৈতিক পার্টি আসামী বানিয়েছে। ফলে রাজসিক কায়দা ছেড়ে কৃপনতা শুরু হয়েছে।

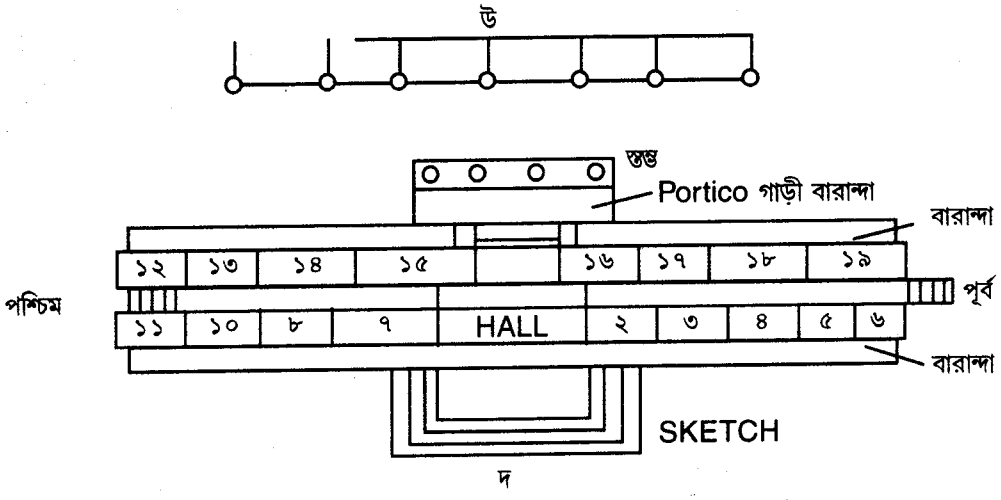

কৃষ্ণনগর কলেজ বিল্ডিং এর আরো বৈচিত্র আছে। মোট ১০০ খানা ১০ ফুট উচু বার্মা সেগুনের দরজা আছে। প্রতিটি ঘরে, পাশের ঘরে যাওয়ার জন্য একখানা করে দরজা আছে। উঁচু ঘরের জন্য গরমকালে কষ্ট হয়না। সমস্ত মেঝে, বেলেপাথর দিয়ে বাঁধানো। পূর্বদিকে প্রিন্সিপ্যালের কামরা ছিল। ঐ কামরার লাগোয়া, ঘোরানো সিড়ি দিয়ে ছাদে হাওয়া খাওয়া যেত। বর্তমানে অনেক কলেজ হয়েছে। কিন্তু এর ধারে কাছে কেউ যেতে সাহস করে না।

কাশ্মীর

নারায়ণ বিশ্বাস

তার আর সেই আঁকাবাঁকা স্রোত নেই
ঝিলম এখন দেউলিয়া এক নদী
যদি চাও তাকে ইজেলে ধরতে পারো
আকাশের কাছে রঙ ধার পাও যদি

পাইনের বনে যত থাক জৌলুষ
মাটির কাঁপুনি থামতে চায় না মোটে
উদর প্রদেশে চলছে ভুখা মিছিল —
কতদিন চলে আপেলে ও আখরোটে?

সেখানেও ঢ্যাড়া,আপেলের বন ধসে
খাদের অতলে মাটি চাপা পড়ে ধুঁকছে
লোকগুলো যেন চলমান কঙ্কাল
স্মৃতির আঙুলে আপেলের ঘ্রাণ শুঁকছে

বুকের উপর তিন শত্তুর হাঁটে
অরণ্য জুড়ে বাঘের কুচকাওয়াজ
ধর্মীয় শেলে রাত্রির বুক ফাটে
নামাবলি গায়ে জুটেছে ধান্দাবাজ

মন্ত্রী মজেছে বিশ্বায়নের মন্ত্রে
এসেছে ঢালাও সুখের প্রতিশ্রুতি —
ভূমিকম্পেও ভাঙেনা তোমার ঘুম
কাশ্মীর, তুমি কবে নেবে প্রস্তুতি?

পুনর্মিলন - ২০১০

মঞ্জুলিকা সরকার

উন্নত নদীয়াবাসীর হৃদয়-টেথিস হ'তে
গগনচুম্বী হিমাদ্রিসম
উঠেছিল কৃষ্ণনগর মহাবিদ্যালয় -
নবতম বিদ্যার আকর।
যদিও সুপ্রাচীন আরাবল্লীসম
ক্ষয়িষ্ণু টোলের পঠন ছিল প্রসারিত।
প্রাচীন সে সংস্কৃত তত্ত্ব
ক'রলেও করায়ত্ব
হয়তো মিলত অমূল্যরতন।
কিন্তু নব্য সভ্যতার আলোকে
স্পিরিচুয়াল হ'তে এক্সপেরিমেন্টালে
অন্যথায় ইংরাজীআনা
কেড়ে নিতে পুরো ষোলআনা
প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যায়তন
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তেও পুরাতন।
কটাক্ষপাতে সে ঐতিহ্যে
ছোট ছোট শুসুনিয়া সিঙ্গালীলা
হেলে দুলে মাথা তোলে - সেকল টিলা।
সহজেই আপন গৌরবে ফুল ফলে বিকশিত
এই বিদ্যায়তন।
সত্যকার শিক্ষাদানে আজ, বহু সংযোজন।
দ্বিতীয়মাতার সুযোগ্য সন্তান মোরা
মাগি তার সুযোগ্য যোগ্যতার স্বীকৃতি
হৃদয়ের উৎস হ'তে সে আকৃতি নিয়ে
মিলেছি হেথায় মোরা সকল প্রয়াসী

AN ODE TO MY ALMA MATER

Dr. Dipak Kumar Biswas (1962 - 65)

My joy knows no bound
A sense of pleasure profound
Overwhelms my jocund heart
As I tread all around
My Alma Mater still so sound
With her rich heritage apart,
The challenges she has to negotiate
In all her phases of change as yet.
It's my college, my budding youth
Wherefrom career, character both
Got its founding spirit so firm
That led my life's go help confirm
And choose and hail what's right and just
And to what high steadily ascend I must.

ইচ্ছা

অর্চনা ঘোষ সরকার (প্রাক্তনী)

আমি বাংলা মায়েরই কণ্যা
লভিয়া জনম্ হয়েছি ধন্যা।
তাই, বাংলা প্রেমেতে আমি,
চাই গো হতে অনন্যা।
যুগ যুগ ধরে আলোক আঁধারে,
সপ্ত সুরের সঙ্গীত-ভারে,
'হৃদয়-তন্ত্র' বাজে বীণা তারে,
পেয়েছি তোমারই করুণা।।
তাই, তব ধ্যানে যেন করিগো রচনা
সুধাময় গীত-বাণী-বন্দনা,
না করে কারেও বঞ্চনা,
স্বনামেতে হই স্বার্থক-নামা
'অর্চনা' শুধু 'অর্চনা'

যা হারিয়ে যায়

দীপঙ্কর দাস (প্রাক্তনী ১৯৬৭)

স্বপ্নের রঙে রাঙা
জীবনের দিনগুলি
অতীতের ক্যানভাস জুড়ে
পড়ে আছে একান্ত নিথর —
অনেক, অনেক দিন পর,
দিনের কাজের শেষে
সান্ধ্য সুরের রেশে
অকস্মাৎ ঢেউ ওঠে যেই
বুকের ভিতর —
তক্ষুণি পেয়ে যাই টের,
তারা আছে,
তারা আসে —
দীপ্ত চাহানি নিয়ে
আমার এ আজকের কাছে,
অমোঘ দিশারী হয়ে
ওই আগামীর।
যা হারিয়ে যায় —
সুপ্ত অগ্নিগিরি
সেতো অভিজ্ঞতায়,
সেই তো ফিরিয়ে দেয়
জীবনের সুখ, যত গান -
আবার সবুজ হয়
অন্তহীন প্রাণ ।।

Name	Address	Phone No.
Achintya Saha	North Kalinagar, Krishnagar	9734333938
Adreeja Basu	85,Patra Bazar, Krishnagar.	9002573662
Ajit Kumar Basu	Chowdhuripara, J.P.Lahiri Rd.,Krishnagar.	3472224340
Ajit Kumar Mukherjee	Chasapara, Krishnagar.	9475148393
Ajit Nath Ganguly	T.P.Banerjee Lane, Krishnagar, Nadia.	N/A
Alaktika Mukhopadhyay	Block A-II,Flat-204, Prasadnagar, 27,B.T.Rd,Kamarhati,Cal-58	033-25633348
Amarendra Nath Biswas	Ekta Heights,Block IV,Flat-10A,56,Raja S.C Mullik Rd. Cal-32	9874835273
Ambuj Maulik	D.N.Roy Rd, Krishnagar.	03472-252195
Amit Kumar Maulik	D.N.Roy Road, Krishnagar	9434450959
Amitava Mukherjee	10, College Street, Krishnagar	03472-255143
Amitava Roy	421, DumDumPark,Kol 700074	.
Ananta Bandyopadhyay	Bank Lane , Krishnagar.	N/A
Anil Kr. Sarkar	162, College Street, Krishnagar, Nadia	N/A
Anil Kumar Mondal	A 28/227 Kalyani, Nadia	033-25820052
Anil Kumar Roy	R.N.Tagore Rd. High St. Krishnagar Ph No 252043	9232604899
Anirban Dhar	37, Anantahari Mitra Rd. Krishnagar.	9474338900
Anirudha Palchowdhuri	M.G.Road, Krishnagar	03472-252036
Anju Biswas	Vill. Simultala,-P.O.Krishnagar, Nadia	3472271343
Apurba Bag	Radhanagar South, P.O.Ghurni Nadia	9733709344
Archamna Ghosh sarkar	8/1, PLK Mitra Lane, Krishnagar	03472-252474
Ardhendu Bhusan Kundu	Chasapara, T.P.Banerjee Lane, Krishnagar	03472-254583
Arun Kumar Bhaduri	Nagen Chowdhuri Rd, Saktinagar, Krishnagar	03472-224770
Ashes Kumar Das	Kalyani central park	033-25827329
Ashoke Kr. Bhaduri	Nagen Chowdhuri Rd, Saktinagar, Krishnagar	03472-320814
Asim Kumar Saha	Ghurni, Krishnagar	9434105358
Asit Kumar Roy	Tilak Road, P.O. Saktinagar, Nadia	03472-224249
Banibrata Sanyal	Flat-9,Block II,H.S.IV(S), 103,Ultadanga Main Rd, Cal-67	9433728900
Basudev Mondal	Central Nursing Home , Krishnagar -Membership refused	N/A
Basudev Saha	Baruipara Bye lane, Krishnagar.	03472-224595
Basudev Sarkar	26, M.M.Ghosh Rd. CMS Gate, Krishnagar	9474593228
Bhabani Pramanik	Judge Court Para, Krishnagar	3472657664
Bhairab Sarkar	Gumtipara, P.O.Birnagar, Nadia.	03473-261671
Bharati Das Bagchi	11B,S.K.Basu Rd Krishnagar.	03472-253160
Bholanath Swarnakar	7,M.M.Ghosh Lane,Patra Bazar, Krishnagar.	9474740222
Bhudeb Biswas	B-9/142, Kalyani, Nadia	033-2582-3098
Bidyut Bhusan Sengupta	20, D.N. Roy Road Krishnagar	9434826097
Bidyut Kumar Sen	11/2 M.M.Ghosh Road Krishnagar	9474678247
Bijan Kr Saha	Srinathpur, P.O. Anulia, Dt. Nadia	9434553678
Bijon Ghosh	24,H.C,Sarkar Rd,,Krishnagar, Nadia.	9810090664
Bijoy Kr. Dutta	1, Anchalpara, P.O. Bethuadahari, Nadia, (03474256431)	9434124535
Bishnu Gopal Biswas	31,Amulya Kanan Co-Op Housg Soc Ltd, Serampore, Hoogly	9231502005
Brajendra Narayan Dutta	14/1, Fakirpara Lane, Krishnagar, Nadia	9232663623
Byomkesh Sarkar	T.D.Banerjee Rd,Simantapally, Krishnagar.	03472-224979
Chandan Kanti Sanyal	17, R.N.Tagore Rd. Krishnagar.	9232467217
Chandan Mondal	27, B.L.Chatterjee Rd. Krishnagar	9434112120
Chinmoy Bhattacharya	Fakirpara Lane, Krishnagar, Nadia	03472-251020
Chittaranjan Roy	Bethuadahari Station Para, P.O. Bethuadahari, Nadia	947407299
Deb Kumar Roy	Left us for ever	.
Debdas Acharya	11, Aurobinda Sarani (Near Womens College) Krishnagar	03472-256152
Dhirendranath Biswas	6, R.K.Mitra Lane, Krishnagar Nadia	03472-253466
Dibyendu Saha	Saktinagar Baganepara, Krishnagar	9832276570
Dilip Kumar Guha	34,Harimohan Mukherjee Rd, Krishnagar	03472-254055
Dilip Kumar Gupta	42,Mitrapara Rd. Sailendra Apptt, BARASAT (Shyama Spl)	9434054936
Dinabandhu Mondal	Vill+P.O. Bhimpur, Nadia	N/A

MEMBERS

Dinesh Chandra Majumder	Pallysree, Krishnagar.	03472-255646
Dipak Das	Radhanagar (NearSBI) P.O.Ghurni, Nadia	9434324568
Dipak Kumar Biswas	14/9,P.K.Bhattacharya Lane,Krishnagar	03472-254213
Dipak Kumar Ghosh	Srijani Abasan,Sachin Sarkar Rd, Ghurni,Nadia	9434825048
Dipak Kumar Sanyal	Kabiguru Rd. Saktinagar, Krishnagar	3472224095
Dipali Sanyal	Radhanagar Gangulibagan, Ghurni, Nadia	03472-226076
Dipan Mukherjee	Nediarpara, Krishnagar.	9932325736
Dipankar Das	3/1, Chunaripara Lane, Krishnagar	9434552005
Gautam Malakar	Darjeepara, Krishnagar.	9932378790
Gobinda Chandra Sengupta	54, Nandipara RD, Nabadwip, Nadia	3472244157
Gokul Chandra Biswas	28, Sukanta Sarani, Krishnagar	91531149
Gour Mohan Banerjee	21,T.P.Banerjee Lane Chasapara , Krishnagar	N/A
Himansu ranjan Das	P-242, Lake Town, Block B, Cal-700089	N/A
Indranil Chatterjee	P.L.ChatterjeeRd, Nediarpara, Krishnagar	9474675637
Jayanta Khan	7/2, J.N.Biswas Lane,CMS Para, Krishnagar	9434856857
Jiban Ratan Pal	17, Natundighi Lane, Nederpara, Krishnagar	9475111212
Joydev Karmakar	Bowbazar, Krishnagar.	03472-252248
Kajal Bikash Bhadar	Kalyani, Nadia	9339092993
KalyanBrata Dutta	Arani Abasan,Radhanagar, Ghurni, Nadia	03472-255271
Kamakshya Kr Dutta	Arani Abasan,Radhanagar, Ghurni, Nadia	.
Kanailal Biswas	Hatarpara 2nd Lane, Krishnagar	03472-252006
Karunamoy Biswas	Vill.+P.O. Bhimpur, Dt. Nadia	9732821900
Kashikanta Moitra	D.L.Roy Road Krishnagar / Kolkata High Court	.
Khagendra Kumar Datta	69/1, Nagendranagar, 4th Lane, P.O. Krishnagar, Nadia	9775572002
Kishore Biswas	L.N.Haldfr Lane, College Street, Krishnagar	N/A
Krishna Gopal Biswas	Farm More, Karimpur, Nadia	03471-255590
Krishna Kumar Joardar	C-2/24 Kendriyo Vihar, VIP Road Kol-700052	9810341263
Lipika Roy	D.F.O.Bunglow Krishnagar	Office No
Maitreyi Chandra	Golapati, Krishnagar.	03472-254922
Malin Kanti Roy	Saktinagar high school, Vill+P.O Gobrapota,Nadia	9933962689
Manashi De	Hatarpara Bank Lane, Krishnagar.	9434451715
Manjulika Sarkar	Kadamtala, Krishnagar.	3472254738
Manotosh Chakraborty	Saktinagar Krishnagar	.
Marjana Ghosh Guha	Kathuriapara, Krishnagar.	9434551980
Mina Pal	Najirapara, Krishnagar.	N/A
Minat Kumar Mondal	B-14/42, Kalyani, Nadia	033-32570649
Mita De	Hatarpara Bank Lane, Krishnagar.	9434451715
Mrinal Kanti Bhattacharya	Sastitala, Krishnagar.	9434505008
Narayan Biswas	1/13, Suryanagar, Kolkata-700040	033-24996055
Nayan Chandra Acharya	Vill+P.O. Jalaghata via Singur, Dt. Hooghly	033-26300912
Nihar Ranjan Das	6, D.N.Roy Road, Roypara, Krishnagar	03472-256596
Nirmal Kr. Biswas	157, Bamandas Mukherjee Lane,Nagendranagar, Krishnagar	03472-253923
Nirmal Sanyal	Mahendra Bhavan, Patra Bazar, Krishnagar	3472253295
Papia Sen Dutta	14/1, Fakirpara, Chandsarak, Krishnagar	9232663623
Paresh Chandra Biswas	B-6/228, Kalyani,Nadia	033-25826192
Parimal Kr. Nandi	11, Kathuriapara Lane, Krishnagar, Ph.No.03472-253418	9434890788
Paritosh Kr. Samaddar	Flat 3/4,Elomelo Co-op Hou. Soc Ltd,Dashdron,	9830350824
Pijus Kumar Tarafder	Prafulla Abasan,219,Santipally,Kol 700042	9474479472
Pradip Kumar Bhattacharya	18, Sikshak Sarani, Krishnagar.	3472224439
Pranesh Kumar Sarkar	North Suravisthan, P.O. Badkulla, Nadia	03473-271411
Prasanta Mukherjee	T.P.Banerjee Lane, Krishnagar	N/A
Pratap Narayan Biswas	Phase-I,Sarkar Pool, South 24-Pgs	.
Pravat Kumar Roy	Gokhale Road,P.O. Saktinagar, Nadia	N/A
Pravat Ranjan Mandal	16/1, Station Approach Rd. Krishnagar	03472-252986
Priti Biswas	14/9, P.K.Bhattacharyo Rd. Krishnagar	N/A

MEMBERS

Priyogopal Biswas	Uditi Housing A-5, Kalyani,Nadia	033-27075853
Prof Dipti Prakash Pal	B-2/349, Kalyani, Nadia	033-2582 6446
Prosenjit Biswas	Kalicharan Lahiri Lane, Chasapara, Krishnagar	N/A
Ramaprasad Pal	UJCO,111J,Ujjala condovalley,MIG Apptt,newtown, R-hat	9433045452
Ramendra Nath Mukherjee	Narahari Mukherjee Lane, Krishnagar.	03472-252657
Ratna Goswami Das	3/1, Chowdhuripara Lane, Krishnagar.	03472-254646
Raul Guha	Patra Bazar, Krishnagar.	03472-259477
Runu Bhattacharya	81/1, Baburani Para, P.O. Bhatpara, 24-Pgs. 1	033 25810131
S. M. Badaruddin	4,Kurchipota Lane, Krishnagar.	9434555035
Sachindra Nath Chakraborty	A-9/481 Kalyani, Nadia	033-25829556
Saikat Kundu	48, Ramsay Rd. Chasapara, Krishnagar.	N/A
Sailendra Kr. Dutta	P-132, Dakshini.Co-op Hou. Soc. Ltd,Canal South, Rd Cal 105	.
Salil Kumar Ghosh	13, R.N.Tagore Rd, Krishnagar.	9333215172
Sambhunath Biswas	9A, M.M.Ghosh Road, Krishnagar	3472320296
Samir Kr. Bej	A-8/504, Kalyani, Nadia Ph.No.(033) 2582 4110	9433876698
Samir Kumar Halder	65, D.L.Roy Road, Krishnagar	03472-252514
Samiran Kumar Pal	K.K.Tala lane, Kalinagar, Nadia.	9474788354
Sampad Narayan Dhar	7, Anantahari Mitra Lane,Krishnagar, Nadia	03472-253490
Sandipta Sanyal	Suresh Ch. Abasika, Kanthalpota, Krishnagar	03472-250611
Sanjit Kumar Chowdhuri	23, R.N.Tagore Rd. Sonadangamath, Krishnagar	9434706109
Sanjoy Ghosh	J.N.Biswas Lane, Patrabazar, Krishnagar	9434185941
Sankareswar Datta	69/12,B.B.Sengupta Rd.Calcutta-700034	3323971257
Sekhar Banerjee	7B,Matijhil Avenue, DumDum, Cal 700074	N/A
Shyama Prasad SinhaRoy	Vill+P.O.Sonadanga,P.S.Sonadanga, Nadia	N/A
Shyama Prosad Biswas	Natunpally, Krishnagar, Nadia	9474336571
Shyamapada Mukhopadhyay	6,Bowbazar Jugipara Lane, Bejikhali, Krishnagar	3472258457
Sibnath Choudhury	Kalinagar, Krishnagar	9434191207
Sibnath Halder	Patra Bazar, Krishnagar.	03472-254136
Sirajul Islam	COllege St Church Road, Krishnagar.	9434371084
Smt Indrani Sen Sarkar	66/2A, Haramohan Ghosh lane, Phoolbagan,Kol 85	9903972702
Smt. Banimanjori Ghosh-Das	Mukundapur, Calcutta	N/A
Smt. Gita Biswas	C/O P.N.Biswas,Block S, No.5,SM Nagar Govt. Housing	033-24934850
Smt. Sabita Sen Roy	5G Krishnakunja Apptt,23C,Panchanantala Rd, Cal-700029	(033) 24611844
Smt. Sikha Sanyal,	Patra Market, Krishnagar	03472-253295
Smt. Sujata Chakraborty	B-7/241,Kalyani, Nadia	n/A
Soumendramohan Sanyal	Kanthalpota Lane, Krishnagar	9474017727
Subhranath Halder	Unknown	.
Subimal Chandra	Deshbandhupally, Krishnagar	03472-254481
Subodh Chandra Pal	32/2, Mahitosh Biswas Street, Krishnagar	9474423904
Sudhakar Biswas	222/22, M.C Garden Road, Cal-700030	9830852325
Sudhir Kumar Saha	Jatin Saha Rd.,Saktinagar, Krishnagar. Ph:224527	9434951990
Sudipta Pramanik	Baksipara, P.O. Ghurni, Nadia	9434419951
Sujit Kr. Biswas	Nagendranagar 3rd Lane, Krishnagar	03472-255590
Sukumar Mukhopadhyay	Golapati, Krishnagar.	3472256200
Suruchi Dutta	Radhanagar, Near SBI,Ghurni, Nadia	N/A
Swadesh Roy	Not given (M)9932377420	257360
Swapan Kr. Bandapadhyaya	P.K.Bhattacharya Lane, Nediar Para, Krishnagar	9434505834
Swapan Kr. Misra	Kanthalpota, Krishnagar.	9434506119
Swapna Bhowmik	Roypara, Krishnagar	03472-254208
Tapalabdha Bhattacharya	Chowdhuripara, Krishnagar.	9474381044
Tapan Kumar Ghosh	Hatarpara 6th Lane, Krishnagar	9832881075
Tapas Kumar Modak	College Street, Krishnagar.	.
Tapogopal Pal	Chasapara,T.P.Banerjee Lane, Krishnagar	03472-254018
Tushar Kr. Choudhury	C/O Dr.T.K.Das, Nediarpara, Krishnagar	03472-253725
Uday Sankar Chattapadhyaya	8, Natundighi Lane, Nediarpara, Krishnagar	03472-257010
Ujjal Kumar Modak	Cinema House Lane,Krishnagar.	9434056783

With best wishes from :

SCAT

With best wishes from :

BITHIKA SCIENTIFIC INSTRUMENTS

Prop. Subimal Halder

We Deals in :

- SCIENTIFIC INSTRUMENTS AND CHEMICALS
- HI-MEDIA S. R. L.
- SURVEYING CIVIL ENGG. SOILS
- PHYSICS, ELECTRONICS, OPTICAL
- OSAW, INCO, DEVCO
- GEOGRAPHY INSTRUMENTS
- BIO TECH GEL
- BOROSIL (R) DURAN
- TRANSONS REMI
- OLYMPUS MICROSCOPE
- AUDIO-VISUAL EQUIP

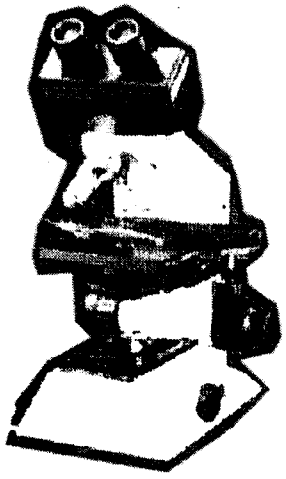

Phone : 2593 3200

Telefax : 033-2593-3200

Mobile : 9831108997

75/A, Chandra Master Road, Barrackpore, Kol - 700 122

আন্তরিক শুভেচ্ছা সহ

নদীয়া মেটারনিটি এন্ড নার্সিং হোম

NMNH

- এখানে নাম করা অভিজ্ঞ সার্জেন ও গাইনি ডাক্তার বাবুদের সাহায্যে প্রায় সমস্তরকম অপারেশন করা হয়।
- নবজাত জন্ডিস আক্রান্ত শিশুদের জন্য ফটোথেরাপির ব্যবস্থা আছে।
- মাইক্রো সার্জারির মাধ্যমে গল ব্লাডার ও অ্যাপেনডিক্স্ অপারেশন করা হয়।

৩৭, কুর্চিপোতা লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

এস. টি. ডি-০৩৪৭২ ■ ফোন : ২৫১৫৫৪

With Best Complements From :-

CENSIA

Central Scientific Agency

Manufacturer and Dealers in :

Incubator, Hot Air Oven, B.O.D. Laminer Air Flow
Furnace, EGGINCUBATER Etc & All Scientific Requisities For –

University, College, School, Agriculture,
Industry, Survey, Vaterinery, Laboratories.

BELGHARIA, P.O. PRITINAGAR
DIST. NADIA. PIN - 741247
We repair all kinds of microscopes & instruments
SHOW ROOM :- J. ROY ENTERPRISE,
15, SHYAMACHARAN DEY STREET
KOLKATA - 700 073

OFFICE & FACTORY
Tele No. : 9333512217, 9434505100, 9434505136
Showroom : 9433111215, 9830377425

BSNL MOBILE

কথা সেকেণ্ডে বা মিনিটে, বেশি হোক বা কম
বি. এস. এন. এল. -এ খরচ সব থেকে কম

BSNL Connecting India

সেকেণ্ডে

১ পয়সা - লোকাল ও এস টি ডি (নিজস্ব নেটওয়ার্কে)
১.২ পয়সা - লোকাল ও এস টি ডি (অন্যান্য নেটওয়ার্কে)
স্পেশাল ট্যারিফ ভাউচার — ৪৫ টাকা
ভ্যালিডিটি — ১ বছর

মিনিটে

৪৯ পয়সা - লোকাল, এস টি ডি, এস এম এস (সমস্ত নেটওয়ার্কে)
স্পেশাল ট্যারিফ ভাউচার — ৪৯ টাকা - ২৯ টাকা
ভ্যালিডিটি — ১ বছর - ৬ মাস

BSNL প্রিপেড কানেকশন আরও সুলভে, সিম মাত্র 20/- টাকায়

প্রতি সেকেন্ড প্ল্যান
অ্যাক্টিভেশন ভাউচার 37/-
টক্ ভ্যালু 10/-
ভ্যালিডিটি - 180 দিন
লোকাল/এসটিডি/রোমিং
নিজস্ব অন নেট 1 পয়সা/সেকেন্ড
অন্যান্য অফ্ নেট 1.2 পয়সা/সেকেন্ড

প্রতি মিনিট প্ল্যান
অ্যাক্টিভেশন ভাউচার 44/-
টক্ ভ্যালু 10/-
ভ্যালিডিটি - 180 দিন
লোকাল/এসটিডি/রোমিং
সব নেটওয়ার্কে 49 পয়সা/মিনিট

***সরল অনন্ত**
অ্যাক্টিভেশন ভাউচার 15/-
টক টাইম 25/-
180 দিন পর টপআপ এর মাধ্যমে ভ্যালিডিটি বাড়ান 50 টাকায় 1মাস, 100 টাকায় 3 মাস, 200 টাকায় 6 মাস

*** জেনারেল প্ল্যান**
অ্যাক্টিভেশন ভাউচার 60/- 111/- 161/- 231/-
অনেক বেশী ফ্রি টক্ ভ্যালু 60/- 150/- 200/- 270/-
ভ্যালিডিটি 180 দিন

*প্রতি সেকেন্ড অথবা প্রতি মিনিট প্ল্যানে এক বছরের জন্য যেতে STV 45/- অথবা STV 49/- ব্যবহার করুন

180 দিন বাদে প্রয়োজনীয় রিচার্জ ভাউচার দিয়ে সিম ভ্যালিডিটি বাড়ান

	রিচার্জ ভাউচার					
এম আর পি (টাকায়)	110	220	330	550	1100	3300
টক্ ভ্যালু (টাকায়)	75	160	250	400	1250	4000
ভ্যালিডিটি (দিন)	30	60	90	180	365	365

BSNL স্বজন

চার -এ মিলে কত কথা

দুই, তিন বা চারটি কানেকশনের গ্রুপ তৈরী করুন
আর নিজেদের মধ্যে কথা বলুন — **১ পয়সা / ৬ সেকেণ্ডে***

প্রথম নম্বর থেকে SMS করুন 53738 নম্বরে
টাইপ করুন FF space ২য় নম্বর, space ৩য় নম্বর, space ৪র্থ নম্বর

১লা জানুয়ারী ২০১০ বা তার পরে নেওয়া সমস্ত 2G এবং 3G প্রিপেড কানেকশন এই অফারের আওতায় আসবে। অফারটি সীমিত সময়ে জন্য। নতুন কানেকশন চালু হবার ২ ঘন্টা পরে SMS পাঠাতে হবে। *সুবিধা ৬ মাসের জন্য প্রযোজ্য

কৃষ্ণনগর টেলিকম ডিষ্ট্রিক্ট, নদীয়া

Space Donated by -

M/s M. G. Add Agency

Kolkata

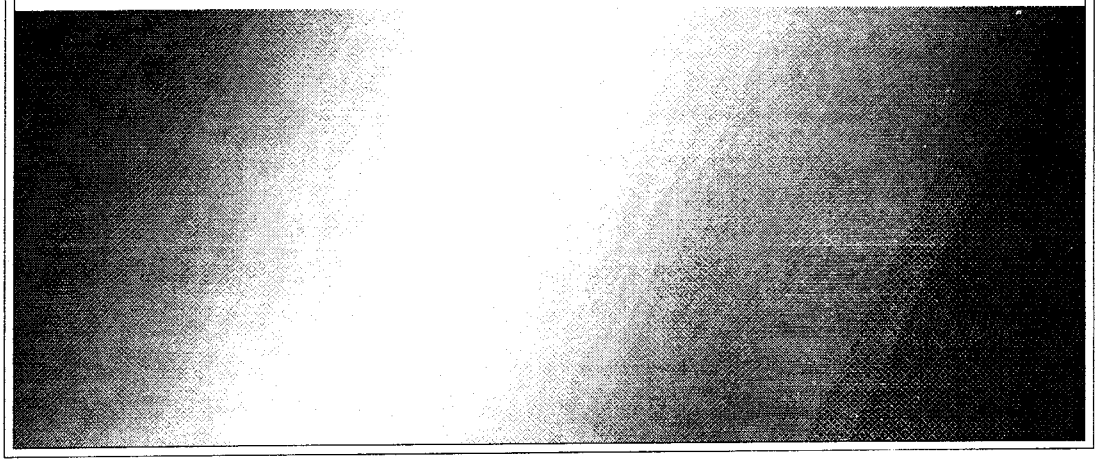

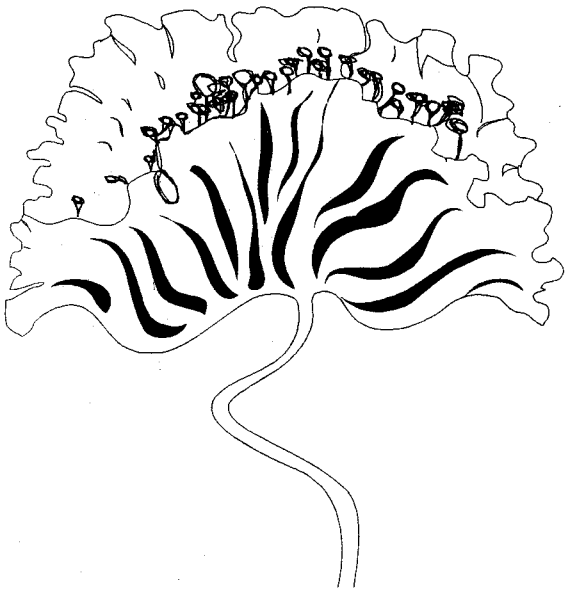

AD Service a unit of

NIRANJAN NETWORKS (P) LTD

Outdoor Advertising Media

Approved by **Ministry of I & B (DAVP) Govt. of India.**

Visit us : www.nnpl.org

Edited by Dr. Basudev Saha & Published by Dr. Pijush Kr. Tarafder on behalf of K.G.C.A.A
Printed at *Bani Press, Krishnanagar, Nadia.*